চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 7 August 2019 ■ আগরতলা, ৭ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ২১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাহারী রাখী নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় বিক্রেতা। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

৩৭০ ধারা বিলুপ্ত ও জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল নিয়ে উত্তাল লোকসভা

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চিনও যে জম্মু ও কাশ্মীরের অঙ্গ। আর জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মঙ্গলবার তা ফের মনে করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি এদিন জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রস্তাব পাশ হলে যায় লোকসভায়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৫১ এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৭২টি। এছাড়াও এদিন লোকসভায় পাশ হয় জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯। প্রস্তাবে পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৭০ এবং বিপক্ষে ৭০টি ভোট পড়ে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ পাকিস্তানের প্রশাসন যে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না পাকিস্তান তা মনে করিয়ে দেন ইমরান খান। বিস্ফোরক দাবি করে তিনি জানিয়েছেন, পুলওয়ামার মতো ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতারা যতই প্রতিবাদ করুক না কেন দলের অন্দরে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে পড়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিন ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গটন বিল নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা। রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সরকার পক্ষের কাছে জানতে চান জম্মু ও কাশ্মীর ভারত এবং পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বিষয়। ভারত সরকার কি করে নিজের ইচ্ছাতেই এই বিষয়ে প্রস্তাব ও বিল পাশ করার সিদ্ধান্ত নিল। এছাড়া ১৯৪৯ সাল থেকে কাশ্মীর বিষয়টি রাষ্ট্রসঞ্ঘে বিচারাধীন। সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে দিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর কথা না ভেবে কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে।

এর জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চিনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরও জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানার মধ্যেই পড়ে। বিষয়টি নিয়ে অযথা কংগ্রেস কেন প্রশ্ন করছে। কাশ্মীরের জন্য নিজের জীবনের বলিদান দিতে প্রস্তুত আমরা। জম্মু ও কাশ্মীর বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। ফলে সংসদের অধিকার রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না। যে বিল এবং প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

লাদাখকে পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করানোর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে লাদাখবাসীর এই দাবি ছিল। সেটাই পূরণ করা হয়েছে। লাদাখের মধ্যে আকসাই চিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পার্বত্য পরিষদ নিজের মতো করে কাজ চালিয়ে যাবে। কোনওভাবেই তাদের অধিকার খর্ব করা হবে না। জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা এবং নির্বাচিত সরকার থাকবে।

উল্লেখ, করা যেতে পারে রাজ্যসভায় সোমবার ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাশাপাশি ভোটাভুটি পাশ হয় জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯। মঙ্গলবার এই বিষয়ে লোকসভায় আলোচনা হয়। এদিন জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (দ্বিতীয় সংশোধন) ২০১৯ বিল পেশ করা হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুব শীঘ্রই ১১৯৫টি শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ছাড়বে দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। রাজ্য সরকার খুব শীঘ্রই ১১৯৫ জন শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ছাড়তে চলেছে। গত বছর টেট, এসটিপিজিটি এবং এসটিজিটি উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে এই নিয়োগপত্র দেবে শিক্ষা দপ্তর। দপ্তর ৬২৫টি এসটিজিটি, ৭৫টি এসটিপিজিটি এবং ৪৯৫টি টেট শিক্ষকের শূণ্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে চলতি বছরে।

মঙ্গলবার মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, দপ্তরকে বলা হয়েছে এসটিজিটির ৬২৫টি শূণ্যপদ পূরণ করার জন্য। এর মধ্যে রয়েছে ইউআর ৩০৮, এসসি ১০১, এসটি ১৮৪, পিএইচ ১৯ এবং ইএসএম ক্যাটাগরির ১৩টি পদ। ১৪৪৭ টি আবেদনের মধ্যে ১০২২টি ইউআর, ২৮৯ এসসি, ১৩৬ এসটি, ২১ পিএইচ এবং ইএসএম ৫টি। তাছাড়া ১১৯১জন এসটিজিটি পরীক্ষায় বসে এবং উত্তীর্ণ হন ৭৪৩জন। এসটিপিজিটির ক্ষেত্রে ৭৫টি শূণ্যপদ রয়েছে। তাতে ২১জন আবেদন করেছিলেন। ১৯ জন পরীক্ষায় বসেন এবং ১৫জন কাট অফ মার্ক উত্তীর্ণ হন। এখন তাদের নথিপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে। তারপই খুব শীঘ্রই তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি ছাড়াও টেট-ওয়ানে ২১৭৪ এর মধ্যে ৩৫৮ এবং টেট-টুতে ২৭৬২ এর মধ্যে ৪৪১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন যা গত বছরের আগস্টে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়া গত ৪৯৫ জন শিক্ষককে নিয়োগপত্র দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য দপ্তর টিআরবিটিকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নামের তালিকা দিতে বলেছে। সেখানে প্রয়োজন রয়েছে ইউজিটি ১৮০জন এবং জিটি ৩১৫জন। সেই সাথে গত ডিসেম্বরে টেট-ওয়ান এবং টেট-টু অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে টেট ওয়ানে ২২৩০জন প্রার্থী আবেদন করেছিল, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): অত্যন্ত দুঃসংবাদ! প্রয়াত হলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। মঙ্গলবার রাতে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রবীণ বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের বহু চেষ্টা সত্বেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র মহিলা নেত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন সুষমা স্বরাজ। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সুষমা স্বরাজ নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না তিনি। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন সুষমা স্বরাজ। বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন সর্বদাই তৎপরতার সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন তিনি। মৃত্যুর আগেও টুইটারে সক্রিয় ছিলেন সুষমা স্বরাজ। জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম জমানার দুর্নীতির তদন্ত শেষ হলেই উড়ালপুলের উদ্বোধন হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আগরতলায় ২.৩ কিলোমিটার উড়াল পুলের উদ্বোধন হবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই প্রকল্পে কেলেঙ্কারীর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই।

বর্তমানে ক্রাইম ব্রাঞ্চ বিগত সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে। সেই সাথে ভিজিলেন্স টিম উড়াল পুল নির্মাণের সাথে যুক্ত দপ্তরের আধিকারীকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। একবার এইসব তদন্ত শেষ হয়ে গেলে এই উড়াল পুল সবার জন্য উন্মুক্ত করে দে;য়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব। শ্রীদেব মঙ্গলবার দলের কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন।

তিনি বলেন, উড়ালপুলের কেলেঙ্কারি ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের সমস্ত দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে প্রচুর মাদকসহ ২ নেশা কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুর মহকুমা পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কাঁকড়াবন এলাকা থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

সেই সঙ্গে দুই নেশা কারবারিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও এক নেশা কারবারি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত দুই নেশা কারবারির নাম হালিম মিঞা, তার বাড়ি বিশালগড়ের কৃষ্ণকিশোর নগরে এবং অপর নেশাকারবারির নাম জব্বর আলি, তার বাড়ী উদয়পুরের রাজনগরে। পলাতক আরও এক কারবারির নাম রুপন মিঞা, তার বাড়ি উদয়পুরের ২ নম্বের ফুলকুমারি এলাকায়।

উদয়পুরের এসডিপিও হিমাদ্রি প্রসাদ দাস জানিয়েছেন, ধৃতদের কাছ থেকে মোট ৩৮০ কন্টেনার ভরতি ব্রাউন সুগার, ৭৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৭টি এসপি ট্যাবলেট এবং নগদ ৭,৯০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাছাড়া টিআর ০১ আর ০৪৭৫ নম্বরের একটি ছোট গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানার চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে আর কেউ নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিআরবিটি দ্বারা নির্বাচিত জিটি ও পিজিটি সুযোগ সুবিধা পাবেন পূর্বের চাকুরী থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক সোমবার শিক্ষা দপ্তরের তরফে একটি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, টিআরবিটি দ্বারা নির্বাচিত নিযুক্তিপ্রাপ্ত গ্রেজুয়েট এবং পোস্ট গ্রেজুয়েট শিক্ষকদের দেওয়া হবে পূর্বের সার্ভিস/পে, সিনিয়রিটি, পেনশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা।

হাইকোর্টের রায় এবং নির্দেশ যেটি ২০১৪ সালের ৭মে দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে ২০১০ সালে নিযুক্ত গ্রেজুয়েট এবং পোস্ট গ্রেজুয়েট শিক্ষকদের চাকুরীর পলিসি পর্যালোচনা করে দেখার। হাইকোর্টের নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল যে ব্যক্তি পূর্বেকার নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্বাচিত হয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি পুণরায় অন্য কোন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একই পদে নির্বাচিত হন তাহলে তাঁর চাকুরীর ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি, পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার হিসেব ধরতে হবে পূর্বেকার নিয়োগের ভিত্তিতেই। ২০১০ সালে যারা গ্রেজুয়েট টিচার এবং পোস্ট গ্রেজুয়েট টিচার পদে ফিক্সড পে ভিত্তিতে নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন তারা পরবর্তী সময়ে তারা চাকুরী থেকে রেজিগনেশন দিয়ে টিআরবিটির পরীক্ষায় বসে এবং পরবর্তী সময়ে তারা পুনরায় শিক্ষক পদে চাকুরী পান। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা হয়েছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। শহরের পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন পাগলা দেবতা মন্দির এলাকায় বিদ্যুৎ খুঁটিতে আগুন ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে জায় দমকল কর্মী ও বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা। দমকলের একটি ইঞ্জিন জায় ঘটনা স্থলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য বিদ্যুৎ এর খুঁটিতে পাখির বাসা থেকে এই অগ্নি কান্ডের সুত্রপাত। আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদের। তাদের উদ্যোগেই আগুন আয়ত্তে আসে। প্রথম অবস্থায় আগুনের তীব্রতা বেশি ছিল। সময় মতে দমকল কর্মীরা না আসলে আগুন ভয়াবহ আকার ধারন করতে পারত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেবে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। ১০৩২৩ শিক্ষকের আবার নিজেদের কাছে টানতে উদ্যোগী হয়েছে বাম সমর্থিত দুই যুবসংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ। এই সকল শিক্ষকের চাকরি সুনিশ্চিত করা, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ করা, রাজ্যের ১২,০০০ অশিক্ষক পদে দ্রুত নিয়োগের দাবিতে দুই সংগঠন ডেপুটেশন দেবে।

টেট-১ এবং টেট-২ উত্তীর্ণ ৭৯১ জন, এসিজিটি, এসটিপিজিটি-র শিক্ষক পদপ্রার্থীর ফলাফল প্রকাশ করে তাঁদের সকলকে দ্রুত নিয়োগ করা-সহ ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন দেবে দুই যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই দুই সংগঠনের রাজ্য কমিটির কার্যালয় ছাত্র-যুব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এ-কথা জানান ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব। তিনি জানান আগামী ৮ আগস্ট রাজ্যের আট জেলার জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দুই সংগঠনের প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন দেবেন। নবারুণ দেব আরও বলেন, বিজেপি দল রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল, সরকারের বিভিন্ন দফতরে ৫০ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। এ-কথা তারা তাদের ভিজন ডকুমেন্টেও উল্লেখ করেছিল। তাই দুই যুব সংগঠনের দাবি, এখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তাই দ্রুত ভিজন ডকুমেন্টে উদ্ধৃত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করুক তারা। আজকের সাংবাদিক সম্মলনে ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ-এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াইয়ে নাবালিকা ধর্ষিতা, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ আগস্ট।। মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় পরিবারের সদস্যরা নাবালিকাকে বাড়িতে রেখে কাজের উদ্দেশ্য বেড়িয়ে যায়। সেই সময় নাবালিকা গৃহ কাজ করছিল ঘরে। ঘরের সামনের দরজা বন্ধ ছিল। অভিযোগ বাড়িতে নাবালিকার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে পাশের বাড়ির সম্পর্কের দাদু অজয় দাস ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। পরে নাবালিকা মেয়েটির মুখে চাপা দিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ৯ বছরের নাবালিকা মেয়েটি কৌশলে চিৎকার শুরু করে। বিষয়টি নাবালিকার মামী দেখতে পায়।

অবস্থা বেগতিক দেখে অভিযুক্ত বৃদ্ধ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার খবর চাউর হতেই গ্রামে চাপা উত্তেজনা দেখা দেয়। গ্রামবাসীরা তাকে আটক করে। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত অজয় দাসকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। এই ঘটনায় খোয়াই থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনা খোয়াই থানাধীন পূর্ব গনকী এলাকার।

৩৭০ ধারা বাতিলের সঙ্গে তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনের কোনও সম্পর্ক নেই ঃ মঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩৭০ বাতিল করে দিয়েছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছে। তবে ৩৭০ ধারা বাতিল হলেও এর প্রভাব পড়বে না তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনে। এর সঙ্গে তাঁদের পৃথক রাজ্য গঠনের কোনও সম্পর্ক নেই। বলেছেন ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব তিপ্রা (আইপিএফটি)-র সহকারী সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র মঙ্গল দেববর্মা।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় জনজাতিদের অস্তিত্ব সঙ্কটে। দিন দিন সংখ্যালঘু থেকে মাইক্রোস্কপিক সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে এই জনগোষ্ঠী। এই অভিযোগ তুলে ত্রিপুরার জনজাতি অংশের একাংশ মানুষ ২০০৯ সালে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব তিপ্রা নামের একটি দল গঠন করে। জন্ম থেকে এই দলের মূল দাবি, রাজ্যের ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকাকে নিয়ে জনজাতিদের জন্য বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন আলাদা রাজ্য গঠন করতে হবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার জম্মু ও কাশ্মীর থেকে স্পেশাল ক্যাটাগরি বা বিশেষ মর্যাদা তুলে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে টুকরো করে বিশেষ মর্যাদার তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠন করবে কি? নতুন করে এই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। এ বিষয়ে আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র মঙ্গল দেববর্মাকে আজ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমাদের দাবি পূর্ণ রাজ্য তিপ্রাল্যান্ড, এটি ৩৭০ ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আইপিএফটি সংবিধানের ২ এবং ৩ নম্বর ধারা অনুসারে নতুন রাজ্য গঠনের দাবি করছে। এই ধারাগুলিতে লেখা রয়েছে, কোনও জাতির অস্তিত্ব, এলাকা, ভূমি বিপন্ন হলে সেটা রক্ষা করার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় ছাত্রী নিবাসে মশারি থেকে অ্যালার্জি, ১৫ পড়ুয়া ভর্তি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। সোমবার রাতে খাবার খেয়ে মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিল আবাসিকের ছাত্রীরা। এর পর আচামকা অসুস্থ হয়ে পড়ে আবাসিকের ১৫ জন ছাত্রী। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে, চলছে চিকিৎসা।

ঘটনা ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমাধীন উত্তর নালিছড়া তফশিলি ছাত্রী নিবাসে ঘটেছে সোমবার রাতে। ছাত্রীরা জানিয়েছে, প্রতিদিনের মতো তারা গতকাল রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় ঘুমাতে যায়। তখন ছাত্রী নিবাসের ওয়ার্ডেন স্বপ্না চক্রবর্তী যথারীতি নির্দেশ দেন মশারি টাঙিয়ে যে যার বিছায় শুয়ে পড়তে। তারাও মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বিড়ম্বনা ঘটে কিছুক্ষণ পর। আচমকা এক এক ছাত্রীর শরীরে চুলকানো শুরু হয়।

তারা তাদের অস্বস্তির কথা ওয়ার্ডেন স্বপ্না চক্রবর্তীকে জানায়।

এদিকে খবর ছড়িয়ে পরে অভিভাবক মহলে। শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। ছাত্রী নিবাসে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষ এবং কয়েকজন অভিভাবক। তাঁরা অসুস্থ ছাত্রীদের নিয়ে যান ধলাই জেলা হাসপাতালে। ইত্যবসরে তাদের শরীর লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে। তা দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ভরতি করে তরিৎগতিতে চিকৎসা শুরু করেন।

ঘটনা সম্পর্কে আজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মানস দেববর্মা জানান, ওষুধযুক্ত মশারি ব্যহারের কারণে তাদের শরীরে অ্যালার্জি হয়েছে। তিনি আরও জানান, অসুস্থদের ওষুধ-সহ সেলাইন দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানান ডা. মানস দেববর্মা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধলাই জেলা হাই ম্যালেরিয়াপ্রোন জোন হিসেবে ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক চিহ্নিত করেছে। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে এই এলাকার লোকদের রক্ষা করতে ওষুধযুক্ত মশারি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন এ-ধরনের মশারি তাঁরা প্রায় সকলেই ব্যবহার করেন। তবে এগুলি ব্যবহারের একটি নির্দিষ্টি মেয়াদ থাকে। ছাত্রীদের যে সকল মশারি দেওয়া হয়েছে সেগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে, দাবি তুলেছেন তাঁরা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৯৭ ▫ ৭ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ২১ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দুর্ঘটনার ভয়াবহতা

প্রতিনিয়ত সড়ক দূর্ঘটনা ঘটিয়াই চলিয়াছে। এইসব দূর্ঘটনায় অকালে ঝরিয়া যাইতেছে কত প্রাণ। হয়ত বলা হইবে দূর্ঘটনা তো দূর্ঘটনাই। শুধু ত্রিপুরা নহে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক ভয়াবহ দূর্ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। এইসব দূর্ঘটনা রোধে কতখানি কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। আজ তো সেই প্রশ্ন আসিয়াছে। এই দূর্ঘটনার দায় কাহার? রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন দূর্ঘটনার ফলে যাত্রী সাধারণ এমন কি পথচারীরাও প্রতিনিয়ত খুব আতংকের মধ্যে দিন কাটান। গ্রাম ত্রিপুরাই শুধু নহে রাজধানী শহর আগরতলা তো দিনে দিনেই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। এই শহরে দ্রুত বাড়িতেছে যানবাহনের সংখ্যা। কিন্তু, সড়কের পরিসর বাড়াইবারও তেমন কোনও সুযোগ নাই। শহর দক্ষিণের অরুন্ধুতিনগর পুলিশ রিজার্ভ হইতে বটতলা ও ফায়ার সার্ভিস পর্য্যন্ত উড়াল পুল চালু হইলে হয়তো যানজট কিছু হ্রাস পাইবে। কিন্তু, মূল শহরে যানবাহনের ভীড়ে বেসামাল পরিস্থিতি আগামী দিনে কিভাবে মোকাবিলা করা যাইবে ইহাই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নাই। শহর আগরতলায় যানবাহনের সংখ্যা বাড়িতে থাকিলেও ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা খুবই নৈরাশ্যজনক। বিভিন্ন তেমোহনী বা চৌমুহনীতে ট্রাফিক পয়েন্টে খুবই অদক্ষ ট্রাফিক কর্মীকে নিয়োজিত করা হয়। কামান চৌমুহনী, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, পোস্ট অফিস চৌমুহনী, পুরাতন আরএমএস চৌমুহনী, মঠ চৌমুহনী সহ বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক পুলিশের কোনও কার্য্যকর ভূমিকা দেখা যায় না। শহর আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেপরোয়া দ্বিচক্র যানের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নাই। যানবাহনের উপর পুলিশের তরফে তেমন কোনও নিয়ন্ত্রণই আছে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে দিনে দিনে রাজপথই মৃত্যুফাঁদে পরিণত হইবে।

আজ এই ট্রাফিক ব্যবস্থাকে যদি গুরুত্ব দিয়া ঢালিয়া সাজানো না হয়, যানবাহন চলাচলের কঠোর নজরদারী করা না হয় তাহা হইলে এই মৃত্যুর মিছিল আটকানো যাইবে না। ট্রাফিক পুলিশের সীমাহীন ব্যর্থতার নজীর আছে। তবে সরকারী ভাবে ঘটা করিয়া সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। যানবাহন চালকদের সতর্ক করা, দূর্ঘটনা রোধে করণীয় পদক্ষেপ কতখানি নেওয়া হয় ট্রাফিক দপ্তরের তরফে এই প্রশ্ন উঠিবেই।

ইহা খুব লক্ষ্যণীয় বিষয়, বড় বড় শহরে ট্রাফিক পুলিশের কর্মপদ্ধতি আর ত্রিপুরার কর্মপদ্ধতি যেন অনেক বেশী ফারাক। ট্রাফিক পুলিশ তো সিট্যু বাহিনীর ভয়ে তটস্থ থাকে। আইনগত ব্যবস্থা নিতে গিয়া সিট্যু বাহিনীর হামলায় ট্রাফিক কর্মীদের পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার ঘটনাও রাজ্যবাসী দেখিয়াছে। দুর্নীতি মুক্ত শক্ত পোক্ত ও সচল ট্রাফিক ব্যবস্থা ছাড়া রাজ্যের এই একের পর এক দূর্ঘটনা রোধ করা যাইবে না। এই ভয়ংকর অবস্থা হইতে রাজ্যবাসীকে বাঁচাইতে নতুন সরকারকে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতেই হইবে।

ইস্যু কাটমানি : বিধাননগরের ডেপুটি মেয়রের বাড়ির সামনে বোমা, গুলি, আহত ১

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স) : কাটমানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে, মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে ওঠে বিধাননগরের ডেপুটি মেয়রের বাড়ির সামনের পরিস্থিতি ঊ এদিন সকাল থেকেই বিধাননগর পুরসভার ডেপুটি মেয়র তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি লক্ষ্য করে চলতে থাকে ব্যাপক বোমাবাজি, চলে রাউন্ডের পর রাউন্ড গুলি। এই ঘটনার মাঝে পড়ে আহত হয় এক মহিলা ঊ পরে এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে ঊ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাপস চট্টোপাধ্যায়ের এলাকায় উপস্থিত হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ঊ এই ঘটনায় ৫ জনকে আটক করে পুলিশ ঊ

এদিন সকাল থেকেই বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তর সমর্থনে ও তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চিনার পার্ক থেকে রাজারহাট যাওয়ার রুটের অটো, টোটো, ম্যাজিক গাড়ির চালক ইউনিয়নরা ঊ তাদের অভিযোগ, রোজ রাস্তায় গাড়ি নামানোর জন্য তাপস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ৮০ টাকা দিতে হয় তাদের। সেই টাকা না দিলে তাঁদের হুমকি, এমনকি মারধর করা হয় ঊ অন্যদিকে বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র পদে সব্যসাচী দত্ত থাকাকালীন গাড়ি নামানোর জন্য তাদের কোনওরকম টাকাই দিতে হতনা বলে এদিন দাবি জানায় তারা ঊ এই এই কাটমানির প্রতিবাদে চিনার পার্ক মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সেইসময় পুলিশের উপস্থিতিতে কিছু সময়ের জন্য উঠে যায় বিক্ষোভ ঊ এরপরেই দুপুর নাগাদ তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি। অভিযোগ ওঠে কয়েকজন যুবক তার বাড়ির সামনে বোমাভর্তি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। এরপরেই ডেপুটি মেয়রের বাড়ির সামনে চলে ব্যাপক বোমাবাজি, এরসঙ্গেই চলে গুলি।

এদিনের এই পুরো ঘটনায় অভিযোগ উঠে প্রদীপ অধিকারী নামে এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে ঊ তাপস চট্টোপাধ্যায়ের পাশের বাড়িরই বাসিন্দা সে ঊ অভিযোগ ওঠে প্রদীপ অধিকারীর বাড়ির ছাদ থেকেই বোমা ছোড়া হয় তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি লক্ষ্য করে। ইতিমধ্যেই দুস্কৃতিদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

কাশ্মীরি ছাত্রদের সুরক্ষায় তৎপর যাদবপুর

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স): কাশ্মীরি ছাত্রদের সুরক্ষায় তৎপর যাদবপুর। কাশ্মীরি ছাত্রদের জন্য আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা হয়েছে । কাশ্মীরি পড়ুয়াদের জন্য হস্টেলের নিয়মও শিথিল করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কোনও শর্ত ছাড়াই হস্টেলে থাকতে পারবেন কাশ্মীরি ছাত্ররা । এখন ৫০ জনেরও বেশি কাশ্মীরি পড়ুয়া রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ।
আজ, মঙ্গলবার থেকেই নয়া নিয়ম কার্যকর হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিবেচনা নতুনভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করা হবে জানান যাদবপুরের ডিন অফ স্টুডেন্ট । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'অ্যাডভাইসরি'র পরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে জানা গেছে ।
গতকালই রাজ্যগুলোকে সতর্ক করে 'অ্যাডভাইসরি' পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারির নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে রাজ্যের সচিবালয়, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপারদের।
কেন্দ্রের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের লোকজন, কাশ্মীরি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। তাঁদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার। অন্য রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী কাশ্মীরিদের নিরাপত্তা নিয়ে আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলির কথা বেশি করে প্রচার করতে হবে। আইন—শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করতে হবে রাজ্যগুলিকে। কোনওভাবে যাতে শান্তিভঙ্গ বা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি না হয় তার জন্য যথেষ্ট সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর, যাচাই না করা খবর, গুজব এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বার্তা যাতে ছড়াতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ওই অ্যাডভাইসরিতে।

ছোট পরিবার গড়ার শপথ নিতে হবে কন্যাভ্রূণ সব বাঁচিয়ে রেখেই

যুবায়ের হোসেন

গত কয়েক দশক ধরে দেশে জনবিস্ফোরণ রুখতে কেন্দ্রীয় নীতি 'হম দো, হমারে দো' কার্যকরী করার উদ্যোগ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। লক্ষ্য ছিল, রাজ্যের প্রজননক্ষম দম্পতিদের সন্তানধারণের হার বা টোটাল ফ্যার্টিলিটি রেট (টিএফআর)২-এ নামিয়ে জনসংখ্যান বলছে, তিন দশক পর দেশের তুলনায় বাংলার অগ্রগতির গ্রাফ অনেকটা ঊর্ধ্বমুখী। সদ্য প্রকাশিত কেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার 'স্যামপল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম'-এর ২০১৭ সালের রিপোর্টে সেটাই সুনিশ্চিত করছে। প্রজননক্ষম দম্পতিপিছু কম সন্তান জন্ম দেওয়ার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ভারতেরমধ্যে দ্বিতীয়। রাজ্যে ফার্টিলিটি রেট ১.৬ (গ্রামে ১.৭ শঙরে ১.৩)। প্রথম স্থানে আছে দিল্লি। দিল্লিতে ফার্টিলিটি রেট ১.৫। পশ্চিমবঙ্গের ফার্টিলিটি রেট জাতীয় গড় ২.২ থেকে কেবল কম নয়, তা সাক্ষরতার শীর্ষে থাকা কেরলের (১.৭) চাইতেও কম। তবে পশ্চিবঙ্গের সঙ্গে একাসনে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলাড়ু, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ ও জম্মুকাশ্মীর। এই রাজ্যগুলিতেও ফার্টিলিটি রেট ১.৬। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে জাতীয় টিএফআর ২.১ দেখতে চায় অথচ রাজ্যে ২০১০ সালেই টিএফআর কমে হয়েছিল ১.৮। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি-২০০০'তে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় আনতে ফার্টিলিটি রেট ২.১-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ২০০৫ সালেই ফার্টিলিটি রেট ২.১-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। অথচ ভারত ২০১৭-তেও সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।
সত্যি কথা বলতে কী, গত কয়েক দশক ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণের সুফল সম্পর্কে' রাজ্যের বিপুল সংখ্যক জনগণকে সচেতন করার ফলশ্রুতিতে রাজ্যে ফার্টিলিটি রেট যেমন কমেছে তেমনি জনসংখ্যাত কয়েকটি সূচকে নজরকাড়া অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০১৫-১৬) অনযায়ী। পশ্চিমবঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও না কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করেন ৭০.৯ শতাংশ মানুষ যা জাতীয় স্তরের ৫৩.৫ শতাংশ থেকে বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হারে রাজ্যে ফার্টিলিটি রেট কমতে থাকলে ভবিষ্যতে রাজ্যের বয়সভিত্তিক জনবিন্যাস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই যে সব জেলায় ফার্টিলিটি রেট

কম। সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফাঁস একটু আলগা না করলে অন্য অনেক রকম বিপদ মাথাচাড়া দেবে সেগুলি রাজ্যের পক্ষে আরও বিপজ্জনক হবে। তবে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় জনসংখ্যাবৃদ্ধি হার এখনও উদ্বেগজনক। এবং এইসব জেলায় ফার্টিলিটি রেট এখনও প্রত্যাশিত মানে পৌঁছয়নি। সুতরাং এইসব জেলাগুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বাঁধন আলগা করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।
ফার্টিলিটি বেট বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে যেমন পরিবার পরিকল্পনার নিবিড় যোগসূত্র আছে তেমনি নবজাতক বা শিশু মৃত্যুহারের এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। নবজাতক মৃত্যুহার বেশি হলে পরবর্তীতে কটি শিশু বাঁচবে সেই অনিশ্চয়তায় ভুগে দম্পতিরা বেশি সন্তানের দিকে ঝুঁকি পড়েন। তাই শিশুমৃত্যুরহার কমলে ফার্টিলিটি রেটও কমে। স্যাম্পেল রেজিস্ট্রশন সিস্টেমের ২০১৯ -এর মে মাসে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে নবজাতক মৃত্যুহার ২০১৭ সালে কমে হয়েছে প্রতি হাজারে ২৪ (গ্রামে ২৪, শহরে ২২)। ২০১১ সালে যা ছিল ৩২। ৬ বছরে আট পয়েন্ট কমিয়ে আনা প্রশংসার দাবি রাখে। নবজাতক মৃত্যুহার কমানোর স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক রাজ্যকে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত করেছে। আসলে বিগত ৮ বছরে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিতে রাজ্য সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে রাজ্যের উজ্জ্বল সাফল্য ধরা পড়েছে। যার ফলে নবজাতক মৃত্যুহার কমার সঙ্গে সঙ্গ এরাজ্যে ফার্টিলিটি রেটও কমে গেছে।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাজ্যে ফার্টিলিটি রেট কমাটা এক বড় প্রাপ্তি । কিন্তু তার বিরূপ প্রভাবের ফলে প্রদীপের নীচে যে আধারটা ঘনীভূত হচ্ছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কম ভয়ঙ্কর নয়। সেই অন্ধকারটা হল সমাজে পুত্র শিশুর তুলায় কন্যাশিশুর দ্রুত হ্রাস। কন্যাশিশুর সংখ্যা কমে যাওয়ার পিচনে অন্যতম প্রধান কারণ হল কন্যাভ্রুণ হত্যা নামক পাপাচার। ১৯৭১ সালে রাজ্যে ১০০০ পুত্র শিশুপিছু কন্যাশিশু ছিল ১০১০। তারপর থেকে কমার যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছিল সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।
১৯৯১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯৬৭। ২০১১ তে আরও কমে হয়েছে ৯৫০ এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে হতে ২০১৭ সালে হয়েছে ৯৩৯। যার অর্থ, রাজ্যে ১০০০ জন পুত্রশিশু পিছু ৬১ জন কন্যাশিশু নিখোঁজ। যে রাজ্যে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প এক সফল ও সমাদৃত সেখানে মাতৃগর্ভেই কন্যাভ্রূণদের খুন করা হবে কেন? কেনইবা ছোট পরিবারে মেয়েদের স্থান না দিয়ে অঙ্কুরেই তাদের জীবনদীপ নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে।
১৯৯৪ সালে এদেশে আইন প্রণয়ন করে কন্যাভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ আইন খাতায়কলমে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এই পাপ যে উত্তরোত্তরবৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের দেশ তথা রাজ্যে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে আছে। মোটা টাকার বিনিময়ে এক শ্রেণির অসাধু ডাক্তার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করেদেন তা সরকার ও প্রশাসনের অজানা নয়। কিন্তু সেই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনও ঘটনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যার জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেই এই সমস্যার অনেকটা মোকাবিলা করা সম্ভব। তবে কন্যাভ্রূণ হত্যা নামক সামাজিক ব্যাধি সংক্রমণের পিছনে দীর্ঘলালিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা যেমন প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে, তেমনি পরোক্ষভাবে কাজ করছে 'হম দো হমারে দো' নীতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুত্ররা আজও বংশপ্রদীপ। তাই বংশপ্রদীপ পাওয়ার মানসিকতায় বেছে বেছ কন্যাভ্রূণগুলি মাতৃজঠরে খুন করে রাজ্য তথা দেশকে এক চরম বিপদেরদিকে ঠেলে দিচ্ছি আমরা। যার পরিণামে বৈষম্যমূলকভাবে কন্যাশিশু হ্রাসের ফলে আগামীদিনে বিয়ের জন্য কনের ঘাটতি হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সমাজে বহুপতিমূলক বিবাহের সূত্রপাত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে, ফলস্বরূপ নারী সুরক্ষা যে আরও বিঘ্নিত হবে তা জোর দিয়েবিলা যায়।
রাজ্যে ফার্টিলিটি রেট কমারসংবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে শিশু লিঙ্গানুপাত অর্থাৎ পুত্রশিশুর তুলনায় কন্যাশিশুর দ্রুত হ্রাস ক্ষয়িষুও সমাজের গভীরের পচনকে প্রকটিত করছে। এই পচন নিরাময় করতে হলে কন্যাভ্রূণহত্যার কুফল সম্পর্কে যেমন জনমানসে নিয়মিত সচেতনতা প্রচারে অভিযান চালানো উচিত তেমনি এই পাপাচার রুখতে সরকার ও প্রশাসসনকে আরও বেশি সক্রিয় ও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। পুত্রসন্তানের প্রবল বাসনায় কন্যাভ্রূণগুলিকে মাতৃগর্ভে খুন না করে, কন্যাভ্রূণগুলিকে এবং কন্যাশিশুদের বাঁচিয়ে রেখে 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য তা না হলে সমাজের বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

জলতুবড়ি

নবনীতা দেবসেন

জল! জলের জন্য হাহাকার আজ বিশ্ব জুড়ে। মাটির নীচের জলের স্তর শুকিয়ে আসছে। কলকাতার কপালে দুঃখ আছে। যত উঁচু উঁচু বাড়ি আর যত ডিপ টিউবওয়েল, ততই শুকিয়ে আসছে মাটির নীচের জলের স্তর। সেদিন একটা কাগজের ছবিতে দেখছিলুম, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে রাস্তার জলের কলে লাইন পড়েছে—ঠিক কলকাতার রাস্তার মতো দৃশ্য। নানারকমের শিশি বোতল জার জালা নিয়ে সেই শহরের বাসিন্দারা রাস্তার জলের কলেকিউ দিয়েছে ভিড় করে। তবে, মনে হল, এরা সবাই দরিদ্র আর কৃষ্ণবর্ণ। সাদাদের দেখিনি জলের লাইনের ছবিতে।
চাই সুস্থ জল, পরিচ্ছন্ন জল, পানীয় জল। আমাদের লাগে প্রথমে তৃষ্ণার জল, তারপরেই সেচের জল। বাকি সব প্রয়োজন পরের কথা। কিন্তু সকলের আগে মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ায় আগুন নেভানোর জল। আমার ছেলেবেলায় কলকাতার রাস্তার ফুটপাতের ধারে গঙ্গাজলের 'ফায়ার হাইড্র্যান্ট' শুয়ে থাকত, লোহার ঢাকনি চাপা দেওয়া ছোট ছোট চ্যাপ্টা অগ্নি-নির্বাপক কলতলা। তাদের যোগাযোগ খাস গঙ্গার সঙ্গ। তাদের উদ্দেশ্য, যদি আগুন লাগে, তাহলে দমকলের গাড়িরা ওখান থেকে গঙ্গাজলের অনন্ত সাপ্লাই পাবে। এই বস্তু বিদেশেও দেখেছি, কিন্তু তাদের চেহারা অন্যরকম, লোহার টুপি পরা ছাট ছাট লোহার থাম্বার মতো। চাবি দেওয়া। কেবল দমকলের লোকেরাই তারা চাবি খুলতে পারে। তাদের সামনে গাড়ি পার্ক করা বারণ। কখন যে দমকল আসে। আমাদের ফায়ার হাইড্র্যান্ট চো চ্যাপ্টা, ফুটপাতে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকত। লোকের গাড়িই ছিল না, তো গাড়ি পার্ক করার ভাবনা। চাবির বালাই ছিলকি না জানি না, আমরা চেষ্টা করে দেখিনি, কিন্তু গয়লারা সেটা ঠিকঠাক খুলতে জানত। তখন আমাদের পাড়ায় গরু-বাছুর নিয়ে বিহারি গয়লাদেরবাথান ছিল। রোজ সকালবেলায় উঠে দোরে দোরে গিয়ে পাড়ার লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে, গরুর টাটকা দুধ সামনে দুইয়ে বিক্রি করত তারা। ধপধপে কাঁচা দুধটা যখন পাত্রে পড়ত, তাতে ভারি সুন্দর ফেনা উঠত। দেখলেই মনে হত, ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলি। নিশ্চিয়ই মিষ্টি মিষ্টি হবে।
মাঝে মাঝেই পাড়ারসেই গয়লারা তাদের গরু-বছুরদের নিয়ে এসে ঠিক আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে, ফুটপাতের হাইড্র্যান্টের লোহার ঢাকনি খুলে, তারভেতরের উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া গঙ্গাজলের উৎসের মুখে কায়দা করে আধলা ইট চাপা দিয়ে ভারি সুন্দর গঙ্গাজলেরচমৎকার উঁচু ফোয়ারা তৈরি করত। আহা, ফুটপাতের সেই ফোয়ারার কী রূপ। ঝরঝর করে আকাশে উঠে, আবারনীচে ঝরে পড়ছে, সমানেই উঠছে, সমানেই পড়ছে। জলের তৈরি তুবড়ির মতো। কিন্তু তুবড়ির মতো ফুরিয়ে যায় না। তার জলের সাপ্লাই অশেষ। সেই গঙ্গাজলের ফোয়ারায় তারা খুব যত্ন করে ঘষে ঘষে স্নান করাত গরু আর বাছুরদের। আর তখন ফুটপাতের কোলে, পিচের রাস্তা থেকে অল্প একটু নিচুতে, পরিষ্কার পাথরে বাঁধানো নর্দমা (ফ্ল্যাট শুকনো, ঠিক নর্দমার মতো নয়) দিয়ে ঠিক ছোট্ট একটা গঙ্গা নদীরমতো করে জলের স্রোত বয়ে যেত। গয়লারা চলে গেলেও অনেক সময় ওরা ফোয়ারাটা বন্ধ করতে ভুলে যেত। আমরা বন্ধুরা মিলে তখন মনের আনন্দে গিয়ে সেই গঙ্গাজলের ফোয়ারায় মহা উল্লাসে নাচানাচি করতুম, আর ভিজে

জামায় বাড়ি পিরে ভীষণ বকুনি খেতুম। পরে, জল শুকিয়ে গেলে রাস্তার কিনারে ভারি সুন্দর,সাদা, মিহি, নরম পলিমাটির প্রলেপ পড়ে থাকত। আমি সেটা নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতে খুব ভালবাসতাম, শুকলে ঠিক পাউডারের মতো মোলায়েম হয় গঙ্গার পলিমাটির ধুলো। পুরোটা শুকিয়ে না গিয়ে যখন কাদা কাদা থাকত, তাই দিয়ে আমি পুতুল গড়তে পারতুম। কিন্তু সে কাদায় তেমন আঁট ছিল না পুতুল শুকিয় গিয়ে ভেঙে যেত। আমার মনে খুব দুঃখ হয়, আমার মেয়েরা, আমার নাতনিরা এসব পরম আশ্চর্য আহ্লাদের স্বাদ পেল না বলে। আমাদের ছেলেবেলার জীবনটায় সত্যি ওদের চেয়ে অনেক বেশি ঐশ্বর্য ছিল।
আমাদেরদেশে নির্বাচনের অজুহাতে আকাশে-বাতাসে, অন্তরে-বাহিরে অগ্নিকাণ্ড চলছে। কিন্তু এ আগুন নির্বাচণের জল আমাদের আয়ত্তে নেই। এই আগুন জ্বলছে আমাদের বুকের মধ্যে, মগজের মধ্যে, লোভ হয়ে জেগে উঠছে লকলকে শিখায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এক জলহীন মাতৃভূমি, এখ নির্জলা উপমহাদেশ। ক্রমশ শুকিয়ে আসা ভারতের কোমল শ্যামল মহিমা মিলিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ জেগে ওঠা বিশুষ্ক গেরুয়া বালিয়াড়িতে।
এবারেও আমার, আরও অনেকের মতোই, নির্বাচকের তালিকায় নাম ওঠেনি। স্বদেশের প্রতি আমার দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে আরেকবার বঞ্চিত হলুম। যদিও আমার একটা ভোটে দেশেরমহিমা বাড়ত না। এবারে তো আমাদের মহান ভারতের নির্বাচনের পাহাড়ে ধস নেমেছে। ধসের সঙ্গে গড়াতে গড়াতে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, তাই ভাবছি । উত্তরে চাই, দক্ষিণে চাই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কিছু নাই, আর কিছু নাই কিছু নাই। বাঁয়ে তো কিছুই, নেই, ধসে তলিয়ে গিয়ছে এতদিনের চেনা বাঁয়ের পাঁচিল, খাস হিমালয়ের আগল। দক্ষিণ থেকে প্রবল নোনা ঢেউয়ের বান এসে আছড়ে পড়ছে ফলন্ত ধানের খেতে। বানের জলে কি তবে নোনা, নিষ্ফলা হয়ে যাবে ধানের জমি?
ভয়ংকর,কিন্তু আশ্চর্য কিছু নয়, এটাও ইতিহাসেরওঠা-পড়ার নিয়ম। মহাপ্রলয়ের মুহূর্তে এসেছে, সামাল দাও, সামাল দাও! মাথা ঠাণ্ডা রাখো, হাল ছেড়ে দিও না, ভেঙে পড়ো না, উঠে দাঁড়াও। এই লজ্জা ছাপিয়ে উঠে, তোমাকেই আবার নতুন করেগড়ে তুলতে হবে। তোমার মাতৃভূমির অহংকারী ইতিহাস। শেষ ভরসা তো নিজের ওপরেই? এই মুহূর্তে ইতিহাস যতই লাট খেয়ে আছাড়িপিছাড়ি করুক, নিজের ওপরে ভরসা হারালে চলবে না আমাদের। এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব নাশা! নতুন করে ইতিহাস গড়ার দায় শেষ পর্যন্ত তোমার-আমার হাতেই চেষ্টা করে ধরে রাখতে হবে বইকি। মানুষের দিকে বাড়ানো তোমার সত্যস্পর্শী হাতটির জন্যে মাতৃভূমি অপেক্ষায় রয়েছেন। এসো, মন শক্ত করি, জয় হোক শস্যশ্যামলা বারতভূমিব।জয় হোক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের। ঝরুক শঅন্তিরজল আমার স্বদেশের অন্তঃস্থলে। **(সৌজন্যে প্রতিদিন)**

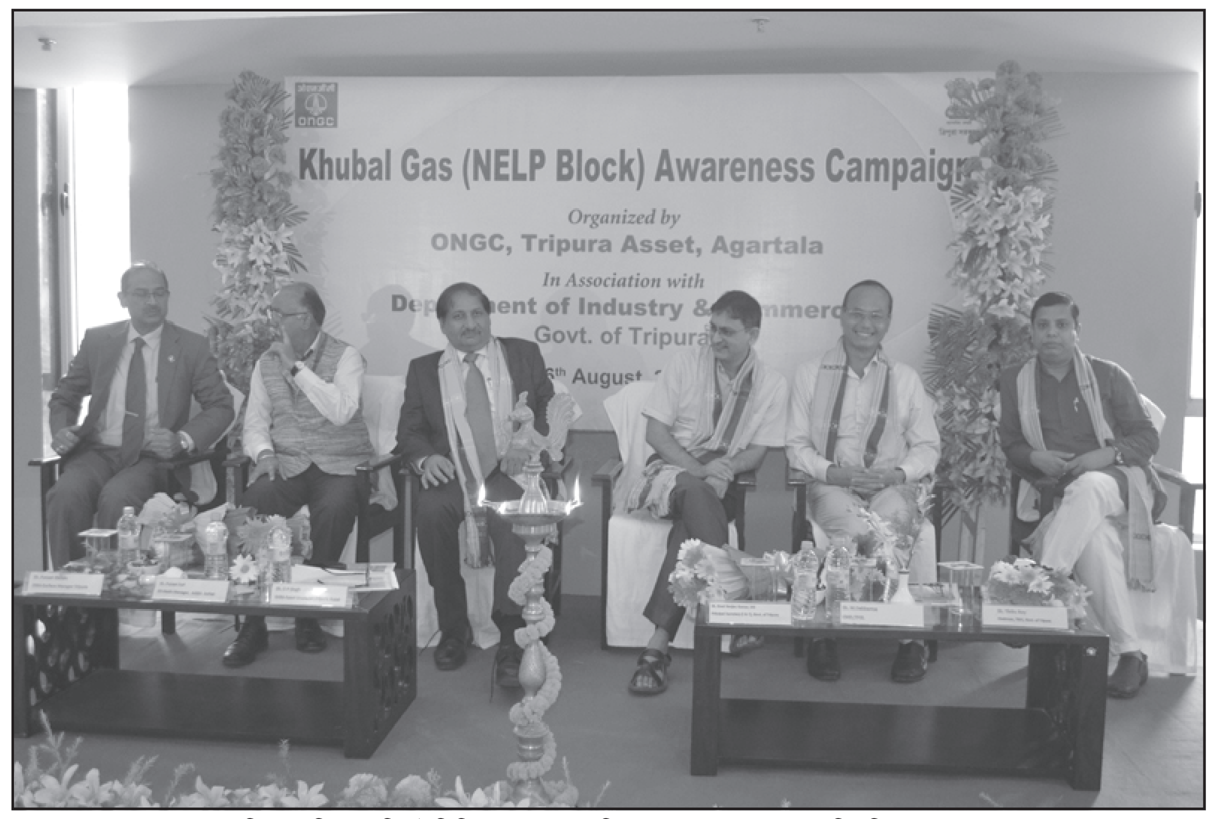

মঙ্গলবার খুবল গ্যাস আয়োজিত সেমিনারে টিআইডিসি'র চেয়ারম্যান টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

এবার দাবি উঠল দার্জিলিংকেও পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করা এবং সেখানে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রধান পার্বত্য দলগুলির মধ্যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেঊ তারা অনেকেই চায় দার্জিলিংও একটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া উচিত।

দার্জিলিংয়ের ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সংসদ সদস্য রাজু বিস্তা বলেছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে পাহাড়ের 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' করার বিজেপির প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদীঊ অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে যে, পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করার যে কোনও পদক্ষেপের বিরোধিতা করবে তারা।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অধীন মংপুতে ৩০ বছর ধরে আছেন বিজ্ঞানী মহম্মদ ফজলুল করিমঊ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "পাহাড়ের সমস্যাটা একটু অন্যরকমঊ ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী এবং জ্যোতি বসুর উদ্যোগে এখানে পার্বত্য পরিষদ (ডিজিএইচসি) হয়ঊ বিমল গুরুংয়ের আমলে ২০১১তে হল জিটি এঊ কিন্তু অব্যবস্থা থেকেই যায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য ঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই মনে করেন দার্জিলিংকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল করা গেলে সুবিধা পাওয়া যেতে পারেঊ আমিও তা মনে করিঊ আমরা আমাদের শাসক হতে চাই, এ রকম একটা অনুভূতি ওদের রয়েছেঊ তাই এ ব্যাপারে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবেঊ অন্য কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলোর সঙ্গে দার্জিলিংয়ের কী কী পার্থক্য আছে, সেগুলো খতিয়ে দেখে এগোনো দরকারঊ"

বিমল গুরুং-নেতৃত্বাধীন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম) গোষ্ঠী বিজেপি-র সমর্থকঊ তাদের দাবি, বিজেপি-র উচিত পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাঊ গত কয়েক দশক ধরে দার্জিলিং সহিংস আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে।

জিজেএম সুপ্রিমো গুরুংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জিজেএমের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেছেন, 'আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে গোর্খাল্যান্ডে পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করে আসছি। বিজেপিও তার ইস্তেহারে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা মনে করি এটি কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত সময়। আমরা শীঘ্রই এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করব।'

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজরিত মংপু সিঙ্কোনা বাগানের অধিকর্তা স্যামুএল রাই এই প্রতিবেদককে বলেন, সবচেয়ে বড় কথা দার্জিলিংয়ের শান্তি ও উন্নয়নের একটা কার্যকরী পথ বার করে সেটা অনুসরণ করতে হবেঊ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলে সেটা ভালভাবে হতে পারেঊ তবে, আমি সরকারী পদে আছিঊ এ নিয়ে বিশদ আলোচনায় আমার যাওয়াটা উচিত নয়।

জিএনএলএফ নেতা এনভি ছেত্রী বলেন, পাহাড়ের বর্তমান পরিচালনা কমিটি, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথক রাজ্যের দাবি দীর্ঘ-টানা প্রক্রিয়া হতে পারে তবে আমরা মনে করি আইনসভায় একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (ইউটি) সমস্ত রাজ্যবাসী গ্রহণ করবে।

শীর্ষ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী গৌতম দেব বলেছেন, বিজেপির নীতি বিভাজন, ভাঙা এবং শাসন করা।

আমরা এটি বাংলায় হতে দেব নাঊ টিএমসি-সমর্থিত জিজেএম গোষ্ঠীর নেতা বিনয় তামাং বলেছেন, বিজেপি বা বিমল গুরুং উভয়ই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা কেবল তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করতে, তাদের শোষণ করতে চায়'।

বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, তিনি পার্বত্য দলগুলির মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলেন, সমাধানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সকল বিকল্প নিয়ে আলোচনা করা হবে। আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে বিজেপি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি রাখবেঊ সব বিকল্প খতিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবেঊ তার আগে সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করা হবে।'

গোয়ায় সর্বভারতীয় নাট্য সমারোহে দশটি পুরস্কারপ্রাপ্ত পাথারকান্দির নাট্যশিল্পীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা

পাথারকান্দি (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : গোয়ায় আয়োজিত সর্বভারতীয় বহুভাষিক নাট্য সমারোহে দশ-দশটি পুরস্কারপ্রাপ্ত পাথারকান্দির সাংস্কৃতিক সামাজিক সংস্থা চতুরঙ্গ-এর নাট্যশিল্পীদের দেওয়া হয়েছে উষ্ণ অভ্যর্থনা। গত ২৯ জুলাই পর্যটননগর গোয়ার মাডগাঁও-এ সিলেটি ভাষায় রচিত নাটক 'বেড়া' মঞ্চস্থ করে কৃতিত্ব অর্জনকারী ১৪ জনের নাট্যদলটি মঙ্গলবার আগরতলাগামী ট্রেনে চেপে দুপুর প্রায় পৌঁনে ১২টা নাগাদ পাথারকান্দি রেলস্টেশনে আসে। ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভাসলেন নাট্যদলের প্রত্যেক সদস্য। তাঁদের ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগতাভ্যর্থনা জানান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্যামাপদ দে-সহ সংস্থার অন্যান্য সদস্য এবং স্থানীয় সংস্কৃতিপ্রেমীরা। পরে স্টেশন চত্বর থেকে তাসা-ব্যান্ড বাজিয়ে শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে শিল্পীদের নিয়ে যাওয়া হয়।

উল্লেখ্য, স্থানীয় নাট্যকার শেখর দাসের সিলেটি বাংলা ভাষায় রচিত ও রাজেশ দে নির্দেশিত 'বেড়া' শীর্ষক নাটক মঞ্চস্থ করে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার ছাড়াও একে একে দশটি পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছে চতুরঙ্গ। এর মধ্যে রাজেশ দে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পাশাপাশি স্মিতা দাস শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, নবনীতা বণিক দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, অরিহা দাস শ্রেষ্ঠ পার্শ্চরিত্রাভিনেত্রী, রাজেশ দে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, সব্যসাচী নাথ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ খল-চরিত্রাভিনেতা, নবনীতা বণিক দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জা, সব্যসাচী নাথ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা, শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন নাট্যকার শেখর দাস।

সেই সঙ্গে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আয়োজক সংস্থা নবপ্রজন্মের নাট্যনির্দেশক রাজেশ দে-কে জাতীয় কঙ্কন নাট্যশ্রী অ্যাওয়ার্ডেও ভূষিত করা হয়েছে। নৃত্যে নবনীতা বণিকের ভাগ্যে জুটেছে সেরা পুরস্কার।

গোয়ায় ১৪ জনের এই প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সিদ্ধার্থশেখর পালচৌধুরী, গৌরহরি দাস, পুলক সোম, বাপ্পি রায়, অসীম ধর, দিপু আচার্য, পূর্ণিমা সেন, রাজদীপ বণিক।

উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো রাজ্য স্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন চতুরঙ্গ-এর আশাতীত সাফল্যে সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে নাট্যশিল্পীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দলবল নিয়ে বহিঃরাজ্যে গিয়ে কোনও বড় অনুষ্ঠান করার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল চতুরঙ্গ-এর। তাদের সেই মনের বাসনা এবার পূরণ হওয়ায় আহ্লাদিত শিল্পীদের পাশাপাশি পাথারকান্দির সংস্কৃতিবান মানুষজন। এদিকে তাঁদের এই সাফল্যে চতুরঙ্গ-এর সকল শিল্পী ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

ভবিষ্যতে আরও পুলওয়ামার মতো ঘটনা ঘটবে, বিস্ফোরক দাবি ইমরানের

ইসলামাবাদ, ৬ আগস্ট (হি.স.) পুলওয়ামার মতো ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। মঙ্গলবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

এদিন ইসলামাবাদে যৌথ সংসদীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরান খান দাবি করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা (ভারত) কাশ্মীরিদের কোণঠাসা করতে চাইছে। ফলে পুলওয়ামার মতো ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটতে পারে। এরপর নিজের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ইমরান খান দাবি করেন, পুলওয়ামা হামলায় পাকিস্তানের কোনও হাত ছিল না। ফের যদি এমন ঘটনা ঘটে তবে পাকিস্তানকে দায়ী করা অনুচিত হবে। তারা (ভারত) হামলা চালাতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানও জবাব দেবে। ভারতের এই পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে তারা কথা বলতে চায় না।

উল্লেখ করা যেতে পারে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রস্তাব পাশ হলে গেল লোকসভায়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৫১ এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৭২টি। এর আগে সোমবার রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন অমিত শাহ।

শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে আপত্তিজনক মন্তব্য, ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাংসদের নিন্দায় মুখর অমিত-রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : ভুল তথ্য তুলে ধরার জন্য ন্যাশনাল কনফারেন্স সাংসদ হাসনাইন মাসুদের নিন্দায় একযোগে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স সাংসদ হাসনাইন মাসুদ দাবি করেছিলেন যে ৩৭০ ধারাকে সমর্থন করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে অমিত শাহ বলেন, লোকসভায় বিতর্কে অংশগ্রহণ করে কারোও অধিকার নেই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর। জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রিসভায় ছিলেন বলে এই নয় যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩৭০ ধারা সমর্থন করেছিলেন। সংবিধান প্রণেতারা নিজেদের মত করে সংবিধান তৈরি করেছিলেন কিন্তু কোনও ভাবেই তা সেই সময় ক্যাবিনেটের মধ্যে দিয়ে আসেনি।

এদিন রাজনাথ সিং বলেন, নিজের পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখা উচিত ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতার। যদি এই তথ্যের কোনও প্রমাণ দিতে তিনি অক্ষম হন তবে সংসদে ক্ষমা চাওয়া উচিত তার।

এদিন অনন্তনাগের সাংসদ জানিয়েছেন, আপনারা জানেনও না এর ফল কি হতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। উপত্যকাবাসীরা ভাল রয়েছে। ক্ষুধা এবং কৃষকদের আত্মঘাতী হওয়ার কোনও ঘটনা সেখানে ঘটেনি।

পাথারকান্দিতে বরাদ্দ ২২৪১টি পিএম আবাস, কয়েকটি গৃহের শিলান্যাস বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর

পাথারকান্দি (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সংগতি রেখে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার দুই ব্লকের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী আবাসের মোট ২২৪১টি গৃহ বরাদ্দ করেছে রাজ্যের গ্রামোনেনয়ন দফতর। এগুলির মধ্যে পাথারকান্দির ব্লকের জন্য ৮৮১টির মধ্যে প্রথম দফায় মঞ্জুর হয়েছে ৭৫৬টি গৃহ। এছাড়া, লোয়াইরপোয়া ব্লকের জন্য প্রস্তাবিত ১৬৩৭-এর মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে ১৪৮৫টি পিএম আবাসের ঘর।

এদিকে, মঞ্জুরিকৃত সরকারি আবাসগুলো নির্মাণে যাতে কোনও কারচুপি না হয়, এবং কোনও দালালবাজি না হয় সে ব্যাপারে প্রথম থেকেই কঠোর অবস্থান নিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। পিএম আবাসের গৃহ নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপকহারে সচেতনতা গড়ে তুলতে মঙ্গলবার পাথারকান্দির বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের বাড়িতে গিয়ে নিজের হাতে গৃহ নিমাণের শিলান্যাস করেছেন বিধায়ক। আজ তিনি পালও দোহালিয়া ফরিদকোণা-সহ ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে বেশ কয়েকটি পিএমএওয়াই-এর শুভ শিলান্যাস করেছেন। শিলান্যাস পর্ব শেষে পাথারকান্দি মণ্ডল কার্যালয়ে আসেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু। এখানে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, ২০২২-এর মধ্যে প্রত্যেক দরিদ্র গৃহস্থের বাড়িতে একটি করে পাকা ঘর এবং শৌচালয় নির্মাণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বিজেপি জোট সরকার। ইতিমধ্যে তাঁর নির্বাচন এলাকা পাথারকান্দিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় দশ হাজার পিএম আবাসের গৃহ নির্মাণের কাজ এগিয়ে যাওয়ায় চলতি অর্থবছরের জন্য ২২৪১টি বরাদ্দ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে তাঁর কঠোর অবস্থানের প্রসঙ্গ তিনি বলেন, এই সব গৃহ নির্মাণে কোনও সুবিধাপ্রাপক বা সরকারি কর্মচারী অনিয়ম কারচুপি করলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

হবিবপুরের কৃষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

মালদা, ৬ আগস্ট (হি. স.) : মালদার হবিবপুরের লালপুরে এক আদিবাসী কৃষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। ঋণের দায়ে নিজের জমিতে গলায় ফাঁস দিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে তাঁর পরিবারের দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম লক্ষ্মীরাম হাঁসদা (৫০)। তাঁর স্ত্রী মিনতি কিস্কু। ওই কৃষক দম্পতির দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে লক্ষ্মীরাম বাবুর কয়েক বিঘা জমি রয়েছে। তাঁর স্ত্রী জানান, মহাজনের থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সেই জমিতেই চাষ করেছিলেন তিনি। কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন মহাজনের কাছ থেকেও। ফসল উঠলেই ঋণ শোধের ভাবনা ছিল। কিন্তু এ বার অনাবৃষ্টিতে জমিতে ফসল ফলাতে পারেননি। তার উপর ঋণের বোঝা। সবমিলিয়ে কিছুদিন ধরেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। সোমবার বিকেলে জমিতে গিয়েছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ না ফেরায় রাতে তাঁর স্ত্রী খুঁজতে যান তাঁকে। তখনই দেখতে পান একটি গাছ থেকে ঝুলছে তাঁর দেহ। শোক আর দুর্ভাবনা গ্রাস করেছে গোটা পরিবারকে। হবিবপুরের বিডিও শুভজিত জানা বলেন, "আকতইল গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন বলে শুনেছি। তবে ঋণের দায়ে আত্মহত্যা কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

শিশুদের অকাল মৃত্যু রুখতে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হোক স্ব-যত্ন ও সুরক্ষা মডিউল, কেন্দ্রের কাছে আর্জি আর কে সিনহার

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): শিশু ও কিশোরদের মধ্যে মানসিক অবসাদ ও অকাল-মৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বেগ্ন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ শিশুদের অকাল-মৃত্যু রুখতে স্কুলের পাঠ্যক্রমে স্ব-যত্ন ও সুরক্ষা মডিউল (সেলফ কেয়ার অ্যান্ড প্রটোকেশন মডিউল) অন্তর্ভুক্তির দাবি জানালেন প্রবীণ বিজেপি নেতা আর কে সিনহাঊ কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে সাংসদ আর কে সিনহার আর্জি, ছোট বাচ্চাদের স্ব-যত্নবান ও নির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্কুলের পাঠ্যক্রমে 'সেলফ কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন মডিউল'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হোকঊ

রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমি উত্থাপণ করতে যাচ্ছিঊ বিভিন্ন এজেন্সির রিপোর্ট ও সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশিত প্রতিবেদনে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রকাশ্যে আসছেঊ এই সমস্ত রিপোর্টে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবেশ দূষণের কারণে বৃহতসংখ্যায় মৃত্যু হচ্ছে এবং এই মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিবছর প্রায় লক্ষাধিকঊ' রাজ্যসভার জিরো আওয়ারে সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, "শিশু ও কিশোরদের মধ্যে 'সেলফ কেয়ার অ্যান্ড প্রটোকেশন মডিউল' গঠনের বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাইঊ' বেশ কিছু উদহারণ ব্যাখা করে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'বহু যুব ছাত্র রয়েছে যাঁরা কাটঅফ মার্কস এবং প্রচণ্ড প্রতিস্পর্ধার দুষ্কর্মে ফেঁসে যায় এবং তাঁরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এছাড়াও গভীর চিন্তার মতো মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ঊ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় গোটা পরিবারকেঊ' সাংসদ আর কে সিনহার মতে, অস্বাভাবিক কারণে শিশু ও কিশোরদের অকাল-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হল, তাঁদের শিক্ষণ পদ্ধতিতে 'সেলফ কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন মডিউল'-এর অভাবঊ আর তাই প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশন ও বাড়ি থেকেই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, কোনও রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং কঠিন পরিস্থিতির কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভবঊ মানসিক অবসাদ ও শিশুদের অকাল-মৃত্যু রুখতে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে সাংসদ আর কে সিনহা আবেদন রেখেছেন, ছোট বাচ্চাদের স্ব-যত্নবান ও নির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্কুলের পাঠ্যক্রমে 'সেলফ কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন মডিউল' যেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এবার দাবি পাক অধীকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনার

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : এবার পাক অধীকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনার দাবি উঠল। এক ধাপ ,এগিয়ে বালুচিস্তানকেও ভারতে অন্তর্ভুক্তি করার দাবি উঠেছে।সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত লিখেছেন, "পাক অধীকৃত কাশ্মীরটা এবার ফিরিয়ে আনা হোক।" ফেসবুকে এই পোস্টে মঙ্গলবার বেলা ১০টা পর্যন্ত 'লাইক পড়েছে ৩০৫টি, মন্তব্য ও শেয়ার যথাক্রমে ২৪ ও ১৪টি। দিলীপ সেন লিখেছেন, "এ মাস্ট"। অরিজিৎ সরকার লিখেছেন, "একদম স্যার। পরবর্তী পদক্ষেপ এটাই হোক।" অরুণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "নিশ্চয়ই।" অশোক চন্দ্র দাঁ লিখেছেন, "ঠিক।" অরুণাভ লস্কর লিখেছেন, "শুধু পাক অধিকৃত কোনো যেটুকু চিন দখল করে রেখেছে সেই টুকুও।" প্রদীপ্ত আচার্য লিখেছেন, "সারদাপীঠে অর্চনা করবো।" সুদিন গোলদার লিখেছেন, "প্রত্যেক প্রকৃত ভারতবাসীর মনের দাবি।" ইভানা পোদ্দার লিখেছেন, "দাবী গোটা কাশ্মীর।" আশিস দাস লিখেছেন, "দাদা মনে হয় ২২/২৩ এ।"সুজিত রায় লিখেছেন,"আসবে। ধৈর্য্য ধর বন্ধু।" নির্মল কুমার মাইতি লিখেছেন, "সীমান্ত গান্ধীর ইচ্ছাকে সন্মান দিয়ে বালুচিস্তানকেও ভারতে অন্তর্ভুক্তি করতে হবে। নিরূপম সাহা লিখেছেন, "হ্যা দাদা ওটাও দরকার।'

বিনা টিকিটের যাত্রী আর জরিমানা বেড়েছে দুইই, আরও কড়া হচ্ছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.): বিনা টিকিটের যাত্রী ধরতে আরও কড়া হচ্ছে পূর্ব রেল। টিকিটবিহীন এবং কম দামের টিকিটে ট্রেনে ওঠার প্রবনতা রুখতে বিশেষ অভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে। ব্যবহার হচ্ছে চেকিংয়ের নজরদারি ট্রেন।

২০১৮-র এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে পূর্ব রেল বিভিন্ন অভিযানে ধরেছিল ৩ লক্ষ ৮১ হাজার বিনা টিকিট বা কম ভাড়ার টিকিটের যাত্রী। জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা। এ বছর ওই তিন (এপ্রিল-জুন) মাসে বিনা টিকিট বা কম ভাড়ার টিকিটের যাত্রীসংখ্যা ৬২ হাজার বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার। জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা।

চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের ৫২টি অভিযান হয়েছে। এতে

ছয়ের পাতায়

উত্তরাখণ্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল স্কুল বাস, মৃত্যু ৯ জন পড়ুয়ার

দেহরাদূন, ৬ আগস্ট (হি.স.): সাত সকালে ভয়াবহ স্কুল বাস দুর্ঘটনা! উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়াল জেলায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল স্কুলপড়ুয়া বোঝাই একটি বাসঊ ভয়াবহ স্কুল বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জন পড়ুয়ারঊ এছাড়াও কমপক্ষে ১১ জন পড়ুয়া গুরুতর আহত হয়েছেঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১১ জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তেহরি গাড়োয়াল জেলার দুর্যোগ প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ তেহরি গাড়োয়াল জেলার কাঙসালি এলাকায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় একটি স্কুলবাসঊ প্রতাপনগরের কাঙসালি গ্রাম থেকে মদননেগীর একটি স্কুলে যাচ্ছিল বাসটিঊ 'অভিশপ্ত' ওই স্কুলবাসের মোট ১৮ জন পড়ুয়া ছিলঊ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) ও পুলিশঊ পুলিশ সূত্রের খবর, বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জন পড়ুয়ারঊ এছাড়াও ১১ জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ আহত পড়ুয়াদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ স্কুলবাস চালকের গাফিলতি, নাকি অন্য কোনও কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশঊ দুর্ঘটনায় নিহত পড়ুয়াদের নাম হল-ঋষভ (০৫), আয়ান (০৪), আদিত্য (০৮), বিহান (০৫), ইশান (০৬), অভিনব (০৬), সাহিল (১৩), আদিত্য (১০) এবং বংশ (০৫)ঊ আহত পড়ুয়াদের নাম হল-রাকেশ, আশীষ, প্রিন্স, ঋষভ, বেদীকা, অখিলেশ, সিদ্ধার্থ, নৈতিক, কানহা, সুরজ এবং ঈশিকা।

মঙ্গলবার ডনবসকো স্কুলে আয়োজিত হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কর্মসূচি। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

আজ দুজনার দুটি পথ ওগো

যার আত্মপ্রকাশ এক্সট্রার ভূমিকায়, যার প্রথম ছবিটি আজও মুক্তি পায়নি, যার প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে মোটেও সফল হয়নি, তিনিই পরিণত বয়সে বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক। উত্তম কুমার। অভিনয়ে, গ্ল্যামারে, সিনেমার গানের লিপসিংয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী উত্তম কুমার কেবলই জোর দিয়েছিলেন অভিনয়ে। যদিও রুপালি পর্দায় গানে তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঠোঁট মিলিয়েছেন। এমনকি, উত্তম কুমার একাধিক ছবিতে সুর দিলেও নিজের গান স্বকণ্ঠে স্থান দেননি সিনেমায়। অথচ সমসাময়িক প্রায় প্রতিটি গায়কের গান ধারণ করেছেন নিজের কণ্ঠে। নিজের সুকণ্ঠকে পর্দায় ব্যবহার না করে বিভিন্ন শিল্পীর গানকেই যুৎসইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব অভিনয় শৈলীতে। গান গাইবার তৈরি গলা ছিল তার। ছিল দীর্ঘকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। ঘরোয়া আসরে যে মানের গান তিনি গাইতেন, তাতে ছবিতে গান গাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু নিজের সংগীত পরিচালনায় বা প্রযোজনার ছবিতে নিজে গান গাওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি। পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগীতশিল্পীর গানই নিয়েছেন। মনে হয়, গোপন প্রেমের মতো নিজের গলার গানকে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন উত্তম কমা। অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্রর গান পর্দায় এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, মনে হয় তিনিই গাইছেন. শিল্পী বদলের কারণে যে কণ্ঠের পার্থক্য হয়েছে, সেটা দর্শক টেরই পায়নি। মনে করেছে, সবই উত্তমের গাওয়া। শাপমোচন ছবির পথ চেয়ে বসে থাকা নায়কের গলা থেকে ওগো বধূ সুন্দরীর পত্নীভক্ত স্বামীর কণ্ঠে চলে অযেতে তার মতো পারঙ্গমতা কেউ দেখাতে পারবেন না। সন্ন্যাসী রাজা ছবিতে তিনি বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে দশটি গানে ঠোঁট মিলিয়েছেন। কিন্তু কোথাও কোনো ছন্দ পতন বা পার্থক্য মনে হয়নি। অভিনয়কে জাতশিল্পীর মতোই ঘটনারআবহের সঙ্গে এমন সুন্দর করে মিশিয়ে দিতেন যে, গানে শিল্পীর কণ্ঠের তারতম্য বোঝাই যেত না। আধুনিক মেলোডি গানের অনেক গুলোই এসেছে কলকাতার সিনেমা থেকে, উত্তমের ঠোঁটে। শাপমোচন (১৯৫৫) ছবি গানগুলো শুনলে পর্দার গায়ক উত্তম কুমার আর বাস্তবের গায়ক হেমন্তকে আলাদা করা যায় না. অর্ধশত বছর পেরিয়েও গানগুলো সমান।

বড়পর্দায় একফ্রেমে অর্পিতা ও স্বস্তিকা, নেপথ্যে পরিচালক অর্জুন

শম্পালী মৌলিক: শুরুটা হয়েছিল শর্ট ফিল্ম দিয়ে। একটি শর্ট ফিল্ম ''দ্য সিক্সথ এলিমেন্ট'' কান-এও প্রদর্শিত হয়। তারপর প্রথম ফিচার ফিল্ম ''অব্যক্ত'' গত বছরেই সাড়া ফেলে দিয়েছে ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে। কথা হচ্ছে তরুণ পরিচালক অর্জুন দত্তর প্রসঙ্গে। অতি সম্প্রতি অর্জুনের ''অব্যক্ত'' ''ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক'' ফেস্টিভ্যালে ''রিজিওনাল অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড'' (বেস্ট রিজিওনাল ফিল্ম, বেঙ্গলি) জিতে নিয়েছে। অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, আদিল হুসেন, অনুভব কাঞ্জিলাল, অনির্বাণ ঘোষ অভিনীত ''অব্যক্ত'' এখন এই শহরে হল রিলিজের অপেক্ষায়। দেশের বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি ছিল এই ফেস্টিভ্যালে, সেখানে মারাঠি ছবি ''আনন্দী গোপাল''-এর সঙ্গে ''অব্যক্ত''-র এই সম্মান প্রাপ্তি।আনন্দের মাঝেই আরও একটি সুখবর দিলেন অর্জুন দত্ত। ইতিমধ্যেই তিনি শুরু করে দিয়েছেন তাঁর পরবর্তী ছবির পরিকল্পনা। নিজেই জানালেন, ''পরের ছবি নিয়ে ভাবছি। ইচ্ছে আছে সেপ্টেম্বরে শুটিং ফ্লোরে যাওয়ার। প্রধানত তিন নারীর গল্প। তাদের জার্নিই ছবির প্রধান দিক। সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে এগোবে। তিনজনের সকলের জীবনে আলাদা ক্রাইসিস। কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা পয়েন্টে এসে তারা তিনজনে ইন্টারলিংকড।''প্রধান চরিত্রে কারা থাকবেন? জিজ্ঞেস করাতে অর্জুন হেসে বললেন, ''অব্যক্ত'' আমার প্রথম বড় ছবি সেই ছবিতে অর্পিতাদি আছেন। এবং অসাধারণ কাজ করেছেন।

অর্পিতাদি দারুণ হেল্পফুল। এই ছবিতেও তিন নারীর একজন হলেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যজন দেবযানী চট্টোপাধ্যায়। বলতে পারেন দেবযানীদি আমার লাকি চার্ম। আমার শর্ট ফিল্ম ''দ্য সিক্সথ এলিমেন্ট''-এও দেবযানীদি ছিল। আর একজন আমার অসম্ভব প্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। খুব ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে কাজ করার। আশা করছি এবারে হচ্ছে।'' ছবির তিন প্রধান চরিত্রের নাম হল- শ্রীরূপা, রেণু আর ডলি। এদের জীবন, স্ট্রাগল, আনন্দ-বেদনা নিয়েই গল্প আবর্তিত হবে। তবে সোমবার পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী কে কোন চরিত্রে বা চরিত্রগুলোই বা কেমন সেই বিষয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করে ভাঙতে চান না পরিচালক। অতএব অপেক্ষা সেপ্টেম্বরে শুটিং শুরুর। ছবির প্রযোজনায় অঙ্কিত দাস আর সুরেশ তোলানি।

ফার্স্ট লেডি অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রাক্তন সুন্দরী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন

অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে অনেক আগেই ভক্তদের মন জয় করেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। যার সুবাদ ঘরে তুলেছেন অসংখ্য পুরস্কার। এবার তার ঝুলিতে জমা পড়ল আরো একটি সম্মান। ফার্স্ট লেডি অ্যাওয়ার্ড পেলেন বলিউডের অভিনেত্রী। সম্প্রতি জানা গেছে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, যেসব নারীরা কর্মক্ষেত্রে কোনো মাইলস্টোন তৈরি করতে পারেন তারাই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করে থাকেন। শনিবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ঐশ্বরিয়ার হাতে এ সম্মানা স্মারক তুলে দিয়েছেন। এদিন জনপ্রিয় ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির ডিজাইন করা ধূসর রঙের শাড়ি পড়েছিলেন প্রাক্তন এই সুন্দরী। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্বামী অভিষেক বচ্চন। ১১২টি ক্ষেত্র থেকে পুরস্কার প্রাপ্তদের বেছে নেয়া হয়।

প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে কানের জুরি সদস্য হন ঐশ্বরিয়া। গত ১৫ বছর ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিয়মিত যান তিনি। আর এই মাইলস্টোন তৈরি করার জন্য তাকে ফার্স্ট লেডিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ফ্যানি খান ছবির শ্যুটিং নিয়ে কাজ করছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। এতে তার সহশিল্পী অনিল কাপুর ও রাজকুমর রাও।

আমিরকে পেছনে ফেললেন সালমান খান

চীনে আগামী ২ মার্চ মুক্তি পেতে যাচ্ছে সালমান খান অভিনীত সিনেমা বজরঙ্গী ভাইজান। এই ছবি দিয়ে চীনে সালমানের অভিষেক হচ্ছে। এর আগে চীনে আমির খানের দঙ্গল মুক্তি পেয়েছে ৭ হাজার স্ক্রিনে ও সিক্রেট সুপারস্টার মুক্তি পেয়েছ ৫ হাজার স্কিনে। আর বজরঙ্গী ভাইজান মুক্তি পেতে যাচ্ছে প্রায় ৮ হাজার স্ক্রিনে। এতে করে এখন পর্যন্ত চীনে ভারতীয় ছবি হিসেবে সর্বাধিক স্ক্রিনের রেকর্ডটি চলে যাচ্ছে সালমানের ছবির দখলে। আর সংখ্যার দিক থেকে আমির খানকে পেছনে ফেলে দিলেন সালমান। চীনে পিকে ও দঙ্গল প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যবসা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে বজরঙ্গী বাইজান আয়ের দিক থেকেও আমিরকে পেছনে ফেলে দেবে। এরই মধ্যে বজরঙ্গী বাইজানের চীনা পোস্টারও প্রকাশ পেয়েছে। কবির খান পরিচালিত ছবিটি ৩২০ কোটি টাকা আয় করেছে। ২০১৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটিতে সালমানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান, হারশালি, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি, মেহের ভিজ। এদিকে, ১৯ জানুয়ারি চীনে মুক্তি পেয়েছে আমির খান ও জায়রা ওয়াসিম অভিনীত সিনেমা সিক্রেট সুপারস্টার। এর আে চীনে ১ হাজার কোটির ব্যবসা করে আমির কানের দঙ্গল ইতিহাস তৈরি করেছিল। এবার আমিরের নতুন ছবি সিক্রেট সুপারস্টার মাত্র দুদিনেই ১০০ কোটি টাকার উপর ব্যবসা করে ফেলেছে । জানা গেছে, মাত্র দুদিনেই চীনে আমির খানের সাম্প্রতিক সিনেমা সিক্রেট সুপারস্টার ১০০,৫২ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে শুক্রবার। প্রথম দিনেই মি পারফেকশনিস্ট আমির খানের এই ছবি আয় করেছে ৪৩.৩৫ কোটি টাকা, যা চীনে কোনো সিনেমার সর্বোচ্চআয়। আমির খানের দঙ্গল চীনে ১১০ কোটি টাকা ব্যবসা করলেওছবি মুক্তির দিনেই এত আয় করতে পারেনি। অভিনেতা আমিরখানকে সিক্রেট সুপারস্টার এর মধ্য দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন প্রযোজক আমির খান। বলিউড চলচ্চিত্রের বাণিজ্য বিশ্লেষক, তরুণ আদর্শ টুইট করে চীনে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জায়রা ওয়াসিম ও আমির কানের এই ছবির ব্যবসার কথা জানিয়েছেন। দঙ্গল সিনেমা মুক্তির পর আমির খান চীন এ সুপরিচিত এক নাম। সিনেমাটি গত বছর এই দেশে আয় করেছিল ১১০০ কোটি টাকা। সে ধারাবাহিকতায় সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত তার নতুন এই ছবিও বেশ আশা জায়গায়। আমিরে থ্রি ইডিয়ট পিকে, সিনেমাগুলিও চীনে ব্যবসা সফল হয়েছিল।

অস্কারে প্রিয়াংকা চোপড়া

৯০ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন তালিকা ঘোষমা করতে চলেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। গত বছর অস্কার মনোনয়ন ঘোষণায় শ্রোতাদের চমকে দেবার জন্য নতুন পদ্ধতি নিয়েছিল কমিটি। এবারও রয়েছে তেমন কিছু চমক। গত বছর চলচ্চিত্রের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের আসরে রেড কার্পেটে হেটে ভক্তদের মনজয় করেচিলেন প্রিয়াংকা। জানা গেছে, ৯০ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করতে চলেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। এই কমিটিতে তার সঙ্গে রয়েছেন রোজারিও ডওসন, মিশেল রডরিগেজ এবং রেবেল উইলসন। আগামী মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন ২০১৮-র সম্ভাব্য অস্কার প্রাপকদের নাম। সম্প্রতি এই ঘোষণা দৃশ্যের শ্যুটিং শেষ হয়েছে। অ্যাকাডেমি ইন্সটাগ্রামে রুপালি আর কালো পোশাক পরা ঘোষিকা প্রিয়াংকার বেশ কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে। আগামী ৪ মার্চ ৯০ তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন জিমি কিমেল। হলিউডে কোয়ান্টিকো সিরিজের মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থান পোক্ত করে চলেছেন এই দেশি গার্ল। গোয়েন্দা কাহিনী নির্ভর মার্কিন টিভি সিরিজ কোয়ান্টিকোর দুটি পর্বের সাফল্যের পর এখন তৃতীয় পর্বের শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত প্রিয়াংকা। তবে বলিউডে তাকে শেষ দেখা গিয়েছে নির্মাতা প্রকাশ ঝার ছবি জয় গঙ্গাজল।এদিকে, নতুন ছবিতে এক প্রতিবন্ধী মহিলার চরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনাকে, তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তার মেন্টর অমিতাভ। চলচ্চিত্রে তিনবার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রীর ২০১৭ তেমন ভালো না গেলেও, নতুন বছরের শুরুতেই কঙ্গনার বালো খবর পাওয়া গেল। জানা গেছে, আর বাল্কির নতুন ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন কঙ্গনা রানাউত। পরিচালক সরাসরি কিছু না জানালে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, ছবিতে একজন প্রতিবন্ধী মহিলার চরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনাকে। এক পা নিয়ে প্রথম মহিলা প্রতিবন্ধী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছিলেন অরুণিমা সিনহা।

এক ভয়ংকর দুর্ঘটনার তার জীবন পালটে গিয়েছিল। তার ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি নিয়েই বাল্কির নতুন ছবি। বাল্কি ও বিগ বি জুটির ২০০৯ এর মুক্তিপ্রাপ্ত পা এর দুর্দান্ত সাফল্যের পর দর্শকের প্রত্যাশাও অনেক বেশি। ছবিতে কঙ্গনাকে দেখা যাবে অরুণিমার এই লড়াকু চরিত্রেই। চরিত্রটিকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে প্রায় দুমাসের প্রশিক্ষণ নেবেন তিনি। কঙ্গনাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজটিই করবেন তার মেন্টর অমিতাভ। নায়িকা প্রধান ছবিতেই সাধারণত বেশি দেখা যায় কঙ্গনাকে। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন তিনি। এখন তার মণিকর্ণিকা মুক্তির অপেক্ষায়।

রাধাকৃষ্ণ জগরলামুদি ওরফে কৃষ পরিচালিত এ ছবিতে ঐতিহাসিক চরিত্র ঝাঁসির নারী লক্ষ্মীবাঈ এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি।

সুস্বাস্থ্য ও ত্বকের যত্নে তিল

নানান গুণ রয়েছে তিলের ছোট্ট দানায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বয়সের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব দূরে রাখে। আবার এর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চুল গজাতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ জানিয়েছে, প্রসাধনী এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সৌলফ্লাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত সারদা জানিয়েছেন তিলের গুণাগুণ সম্পর্কে। ত্বকের সুস্বাস্থ্য — ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ক্ষয়পূরণ করতে কার্যকর তিল। সাহায্য করে আর্দ্র এবং উষ্ণ রাখতেও। এর প্রদাহরোধী ূপাদন প্যাথোজেন ও অন্যান্য প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে ত্বকের লালচেভাব ও অন্যান্য সমস্যা সরাতে সাহায্য করে। এই উপকার পেতে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ তিলের গুঁড়ো মিসিয়ে নিন। এবার মুখে ধুয়ে মুছে আধ ভেজা অবস্থায় মিশ্রণটি মাখতে হবে। সপ্তাহে এক থেকে দুইবার এটি করতে হবে. চুলের যত্নে--- তিলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করে চুল গজাতে সাহায্য করে। মাথার ত্বক ময়েশ্চারাইজ করতে এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ বাণানোর মাধ্যমে হেয়ার ফলিকল কে পুনরায় জীবিত করতে পারে তিল।

দুই টেবিল চামচ তিলের তেলের সঙ্গে দুই থেকে তিন ফোঁটা রোজমেরি এসেনসিয়াল অয়েল ও এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা এবং অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মিশ্রণ মাথায় মালিশ করতে হবে এবং রাসায়নিক উপাদনহীন স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। মুখগহ্বরের যত্নে— অন্যান্য ভোজ্য বীজজাতীয় খাবারের তুলনায় তিলে তেলের মাত্রা সবচাইতে বেশি। এটি দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বের করার মাধ্যমে মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। হজম ক্রিয়া বাড়াতে--- কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার মাধমে হজমক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে তিল। তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার্থে — ক্যান্সারে চিকিৎসার জন্য কিংবা বিশেষ কোনো শারীরিক পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কমতে তিল উপকারী। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে --- তিলে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য উপাদান ইনসুলিন ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি উপকারী। চুল পাকা ঠেকাতে --- এর অ্যান্টি এজিং উপাদান চুলে পুষ্টি যোগায় এবং অকালে চুল পাকা রোধ করে। প্রদাহ রোধে --- হাড়ের জোড়, হাড় ও পেশিতে হওয়া প্রদাহ সারাতে উপকারী তিল। রোদপোড়া থেকে বাঁচাতে --- প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এসপিএফ থাকে তিলে, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচায়। এত গুণের কথা জেনে সকাল বিকাল তিল খেতে বসে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

অন্ত্রের জন্য ব্রকলি

যদিও এখনও গবেষণার পর্যায় আছে. তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ব্রকলির নির্যাস থেকে বানানো প্রোবায়োটিক কোলেরেক্টাল কোষ ধ্বংস করতে পারে। আর এই গবেষণাটি চালিয়েছে ন্যাশ সিঙ্গাপুরের গবেষকরা। তারা ব্রকলির নির্যাস ও জল সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে একটি প্রোবায়োটিক তৈরি করেন। এই মিশ্রণটি এটি পাত্রের ৯৫ শতাংশের বেশি কোলেরেক্টারাল ক্যান্সারের ধ্বংস করে। মল নালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত যদি ক্যান্সার হয়, তকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। যদিও এই ধরনের ক্যান্সার হলে প্রথম পর্যায় পাচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার হার বেশি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে বেচে থাকা ও পুনরায় এই ক্যান্সারে হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অবস্থান তৃতীয়। ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যান্সারের পরেই এর অবস্থান। ব্রকলির নির্যাস থেকে তৈরি এই প্রোবয়েটিক ইদুরের উপর প্রয়োগ করে গবেষকরা দেখতে পান, শুধু ক্যান্সারের কোষই নয়, টিউমারের সংখ্যাও কমাতে পারে ৭৫ শতাংশ। তবে এই মিশ্রণ অন্যান্য কান্সার কোষ যেমন, স্তন ও পাকস্থলির উপর কোনো প্রবাব রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান গবেষক চু লুং হো বলেন, একদিন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনের পরে এর পুনরাবৃত্তি কমাতে এই প্রোবায়োটিক ব্রকলির সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে গ্রঙণ করবেন।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ঝাড়গ্রামে হাতির তান্ডব, ক্ষতিগ্রস্ত চারটি বাড়ি

ঝাড়্গাম, ৬ আগস্ট (হি. স.) : খাবারের সন্ধানে ভোর রাতে গ্রামে ঢুকে চারটি বাড়ি ভাঙলো দাঁতাল। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আরোও একটি বাড়ি। দরজা ভেঙে খেয়েছে চাল, ধান, আটা। গ্রামবাসীরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে দাঁতালটিকে কোনও রকমে গ্রাম থেকে দূরে করতে পেরেছে। হাতিটিকে তাড়াতে গিয়ে গ্রামবাসীদের নজরে আসেন তাঁর পিছনের একটি পায়ে আটকে রয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি। গ্রামবাসীদের দাবি অসহায় ওই হাতিটির পা থেকে হাড়িটি খুলে দিয়ে তাকে জঙ্গলে দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এই ঘটনা ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে বিনপুর থানার কাঁকো অঞ্চলের সেই সাতবাঁকি গ্রামে।
উল্লেখ্য ওই গ্রামে গত মাসে তিনটি হাতি বিদ্যুতের উচ্চপরিবাহি তারে বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। এলাকার অনেক গ্রামের বাসিন্দারা হাতির শোকের গ্রামে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন, করেছিলেন নাম সংকির্তনের আয়োজন। গ্রামবাসীদের দাবি রয়েছে গ্রামে হাতির মুর্তির বসানোর।আর সেই জন্য তারা অন্দোলনও করেছেন।এই সাতবাঁক গ্রামে সোমবার গভীর রাতে প্রায় রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ গ্রামে একটি দাঁতাল হাতি ঢুকে পড়ে। গ্রামে ঢুকেই খাবারের খোঁজে এ বাড়ি ও বাড়িতে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে।খুঁজতে থাকে খাবার। দরজায় ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে দিয়ে কারো চাল,কারো আটা,ধান খেতে থাকে। দরজার ধাক্কাতে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীর। তারা সচকিত হয়ে ওঠে।হাতিটিতে তাড়ানোর জন্য গ্রামবাসীরা শঙ্খ বাজাতে থাকে। লোকজন জড় হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে কোন রকম হাতিটিকে এলাকা ছাড়া করে দেয়। সেই সময় গ্রামবাসীরা লক্ষ করেন হাতি ঠাকুরের পিছনের পায়ে একটি অ্যালুমেনিয়ামের ডেকচি আটকে রয়েছে।ওই হাড়ির ভিতরে পিছনের একটি পা পুরো ঢুকে রয়েছে।আর এর ফলে হাতিটি অত্যন্ত কষ্ট করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধীরে হাটছে। জামিতেও হাটতে পারছেনা। সাতবাঁকি গ্রামের বাসিন্দা তমাল মহাতো বলেন “একটি হাতি ছিল।দাঁত ছিল।আমাদের গ্রামের চারজনের বাড়ির দরজা জানালো ভেঙে দিয়েছে। আরো একজনের বাড়ির কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। হাতিটির পিছনের পায়ে একটি অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি আটকে আছে কালই আমরা সেটা লক্ষ করি। হাতিটি ভলোভাবে হাঁটতে পারছিল না। জামিতে হাটতে পারছিল না।শঙ্খ বাজিয়ে,আওয়াজ করে হাতিটিকে তাড়ানো হয়।” গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন হাতির হানায় পাঁচজনের বাড়ির ক্ষতি হয়েছে।
বনদফতরের পক্ষ থেকে গ্রামে গিয়ে ক্ষতিপূরণের ফর্ম দিয়ে আসা হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে দলমার বড় দলটিকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিকে ড্রাইভ করে দেওয়া হয়েছে। তবে একটি দল ছুট দাঁতাল রয়ে গিয়েছে মালাবাতির জঙ্গলে।সেই হাতিটিই গ্রামে ঢুকেছিল।হাতিটি গ্রামের আশেপাশেই রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ হোলেইচ্ছি বলেন “ ঘরবাড়ি ভাঙার খবর পয়েছি। বনদফতর নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেবে।”
অন্যদিকে এডিএফও দীপক কুমার মন্ডল হাতিটির পায়ে হাড়ি আটকে আছে শুনে বলেন “ আমরা হাতিটির উপর নজর রাখছি।”

৩৭০ ধারায় কংগ্রেসের বিভাজন আরও প্রকট, এবার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন জ্যোতিরাদিত্য

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরেই বিভাজন আরও প্রকট। এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া উ মঙ্গলবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া টুইট করেছেন, ”ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছি।”
৩৭০ বিলোপ নিয়ে আগেই দলের বিরুদ্ধ আবস্থান নিয়েছেন রাহুল গান্ধীর ”রাখি বোন” তথা সনিয়া গান্ধীর কেন্দ্র রায়বরেলির বিধায়ক অদিতি সিং।এবার মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের জয়ের কারিগর, তথা রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে বেসুরো গাইলেন। মঙ্গলবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া টুইটারে লিখেছেন, “ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেলেন। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের জয়ের কারিগর, তথা রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া টুইটারে লিখেছেন, ”ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছি। তবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে আরও ভালো হত। সেক্ষেত্রে কোনও প্রশ্ন উঠত না। যাই হোক, এটার দেশের স্বার্থে হিতকর। আমি সমর্থন দিচ্ছি। ”জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস। এদিন লোকসভার অধিবেশনেই বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেছেন অধীর চৌধুরী। তবে দলের লাইনে বিরোধিতা করে জনার্দন দ্বিবেদী বলেন,”রাম মনোহর লোহিয়া আমার রাজনৈতিক গুরু। উনি চিরকাল ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতা করেছেন। দেরিতে হলেও ইতিহাসের একটা ভুলের সংশোধন করা হল।” এটা তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য বলেও স্পষ্ট করেছেন দ্বিবেদী।
জনার্দনের দ্বিবেদীর পর বিদ্রোহ করে বসলেন রাহুল গান্ধীর ”রাখি বোন” তথা সনিয়া গান্ধীর কেন্দ্র রায়বরেলির বিধায়ক অদিতি সিং। টুইটারে অদিতি ঘোষণা করলেন, জয় হিন্দ ।অনুচ্ছেদ ৩৭০।
জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস। শশী থারুরের বলেন, ”বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এটা নোটবন্দির সমতুল রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত।” রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ মন্তব্য করেন, সংবিধানকে হত্যা করে ৩৭০ ধারা বিলোপ করল সরকার। এদিন আবার লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী বিতর্কিত মন্তব্য করেন। বলে, কাশ্মীরে নজরদারি করছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। কংগ্রেস নেতার এমন বেফাঁস মন্তব্য লুফে নিয়ে পাল্টা দিয়েছেন অমিত শাহ। বলেছেন, কাশ্মীরে নজরদারি করতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ! আগে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক কংগ্রেস।

এবার ডিমা হাসাও-কারবি আংলংকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল করার সিদ্ধান্তের পর এবার সংবিধানের ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলাকে নিয়ে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিতে সরব হয়েছে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস।
মঙ্গলবার হাফলঙে রাজীব ভবনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা এবং সহ-সভাপতি দেপোলাল হোজাই এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন এবং ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে লাদাখকে কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চল হিসেবে যদি ঘোষণা করা যেতে পারে, তা-হলে এবার ডিমা হাসাও ও কারবি আংলং জেলাকে নিয়ে ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠন করুক কেন্দ্রীয় সরকার।
সাংবাদিক সম্মেলনে দেপোলাল হোজাই বলেন, ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের পৃথক রাজ্যের দাবি মেনে নেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের।
কারণ পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের জন্য কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলার সীমানা নির্ধারণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। ১৯৭১ সালেই এই দুই জেলার সীমানা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। দেপোলাল বলেন, পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবিতে দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলছে।
এমন-কি পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলায় সশস্ত্র আন্দোলন করেছে ডিএইচডি, কেএনএলএফ, ইউপিডিএস-এর মতো উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো।
তিনি বলেন, স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবির প্রতি পাহাড়ি জেলার বিভিন্ন দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-সহ সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে মন্তব্য করে দেপোলাল হোজাই বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক রাজ্যের দাবির সফল রূপায়ণ করে ডিমা হাসাও ও কারবি আংলঙের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করা উচিত।
আর তা একমাত্র সম্ভব পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের মাধ্যমে। তাই অবিলম্বে জম্মু-কাশ্মীরের মতো ডিমা হাসাও ও কারবি আংলং জেলাকে নিয়ে ২৪৪(এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে রূপায়ণের দাবি জানান দুই জেলা কংগ্রেস নেতা নির্মল লাংথাসা ও দেপোলাল হোজাই।

নাগাল্যান্ডে বলবৎ ধারা ৩৭১-এ বিলোপ হবে না, শঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান রাজ্যপাল রবির

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীরের ধারা ৩৭০ বিলোপের পর নাগাল্যান্ডের বলবৎ ৩৭১ (এ)-র ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত রাজ্যের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছেন নবনিযুক্ত রাজ্যপাল আরএন রবি।
মঙ্গলবার এক বিবৃতি জারি করে রাজ্যপাল আরএন রবি আশ্বস্ত করে বলেছেন, “নাগাল্যান্ডের আমার প্রিয় বড়-ছোট ভাই বোন এবং সর্বস্তরের নাগরিকগণ। জম্মু ও কাশ্মীরের ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার একাংশ মানুষ নাগাল্যান্ডেও এর প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি আপনাদের সকলকে আশ্বাস্ত করে বলছি, আপনারা এ ব্যাপারে মোটেও উদ্বিগ্ন হবেন না। আর্টিকল ৩৭১-এ নাগাল্যান্ডের জনসাধারণের জন্য এক গভীর ও পবিত্র প্রতিশ্রুতি। খুব দ্রততার সঙ্গে নাগাল্যান্ডের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি।”এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল সোমবার ধারা ৩৭০ বিলোপ করার পর এর মতোই নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে বলবৎ ৩৭১-এ রদ করা হতে পারে বলে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে উভয় রাজ্যে।
দেশের প্রাক্তন জাতীয় উপ-নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং নাগা শান্তি আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আরএন রবি গত ১ আগস্ট নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল পদে যোগদান করেছেন। তিনি পদ্মনাভ বালাকৃষ্ণ আচার্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। রাজ্যপাল পদে শপথ নিয়ে রবি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যত শিগগির সম্ভব নাগা চুক্তির কার্যকর করতে সচেষ্ট। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (ইশাক-মুইভা)-র মধ্যে এক প্রারম্ভিক চুক্তি (ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে দুপক্ষের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও মূলত চুক্তিতে কী রয়েছে তা আজও সর্বসমক্ষে আনা হয়নি।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক অজিত ডোভাল

শ্রীনগর, ৬ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। সোমবার ৩৭০ ধারা রদ হওয়ার পর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ)- অজিত ডোভাল এই প্রথম কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠালেন।
৩৭০ ধারা রদের ফলে কোনও রকম অশান্তি এড়াতে জম্মু ও কাশ্মীরে বন্ধ ইন্টারনেট-কেবল পরিষেবা। মোবাইল-ল্যান্ডলাইনও কাজ করেছে না। চালু রয়েছে শুধুমাত্র সেনার স্যাটেলাইট ফোন। ইন্টারনেট-কেবল চালু হওয়ার পর নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন্দ্র। সেইরকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়া মসৃণ করতে দফায় দফায় বিপুল সংখ্যায় সেনা মোতায়েন করে উপত্যকাকে কার্যত দুর্ভেদ্য করে তোলা, অমরনাথ যাত্রী ও পুণ্যার্থীদের কাশ্মীর ছাড়ার নির্দেশ, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার-গৃহবন্দি করা হয় উ ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পরেও এই সব বন্দোবস্ত বজায় রাখা হয়েছে। আর গোটা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ ও নজর রাখতে শ্রীনগরে পাঠানো হয়েছিল জাতীয় নিরাপত্তা

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার ভারতীয় বিদ্যাভবনে বিএড ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিরুদ্ধে যখন নিন্দায় সরব হচ্ছেন গুলাম নবি আজাদ, রাহুল গান্ধী, অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো নেতারা তখন অপর দিকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে কংগ্রেসের অন্দরেই এগিয়ে এলেন জর্নাধন দ্বিবেদী, মিলিন্দ দেওরা, দীপেন্দ্র হুডা, অদিতি সিং-এর মতো নেতা-নেত্রীরা।
৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জর্নাধন দ্বিবেদী জানিয়েছেন, দেরি করে হলেও ঐতিহাসিক ভুল অবশেষে সংশোধন করা গিয়েছে। এটাই রাষ্ট্রের পক্ষে সন্তোষের বিষয়। স্বাধীনতার পর বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী চাইতেন ৩৭০ ধারা থাক। এমনকি রাম মনোর লোহিয়াও ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি চাইছেন। দীপেন্দ্র হুডা ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার স্বার্থে এটি করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এর কোনও স্থান নেই। জম্মু ও কাশ্মীর সর্বোপেরি গোটা দেশের স্বার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
মুম্বইয়ের দাপুটে কংগ্রেস নেতা মিলিন্দ দেওরা বলেন, ৩৭০ ধারা নিয়ে যে উদারপন্থী বনাম রক্ষণশীলদের বিতর্কে যে পরিণত

ছয়ের পাতায়

‘দিদিকে বলো” জনমত ফিরছে, দাবী পান্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূলের

দুর্গাপুর, ৬ আগস্ট (হি. স.) : লোকসভায় ভরাডুবির ভুল শুধরাতে ”দিদিকে বলো” কর্মসুচী নিয়েছে তৃণমূল। আর তাতেই সাধারন মানুষের আস্থা ফিরে পেয়েছে। এমনটাই দাবী করল খনি অঞ্চল পান্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার পান্ডবেশ্বরে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই জানাল সেখানের তৃণমূল নেতৃত্ব।
প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত ভোটে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ক্ষোভকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছিল গ্রামগঞ্জের মানুষ। যার প্রতিফলন পড়েছে লোকসভা ভোটে। ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। ভরাডুবির পর ভুল শুধরাতে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে ”দিদি কে বলো” কর্মসুচীতে টোল ফ্রী নম্বর চালু করেছে। যেখানে সাধারন মানুষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ জানাতে পারবে। মঙ্গলবার ওই নম্বর বিতরন করে পান্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানের ব্লক তৃণমূল সভাপতি নরেন চক্রবর্তী জানান,’ ভুল একটু হয়েছিল। তাই হয়তো মানুষ দুরে সরে গিয়েছিল। তবে একমাত্র আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সরাসরি সাধারন মানুষের অভাব অভিযোগ শুনছেন। তাই মানুষ আবার ফিরে এসেছে আমাদের কাছে। আমাদের ওপর আস্থা রাখছে।’
তিনি আরও বলেন,’ ইতিমধ্যে উখড়ার এক পুস্তক ব্যাবসায়ী দিদিকে বলোতে ফোন করে কিছু পরামর্শ দিয়েছিল। নেত্রীর নির্দেশ পেয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তার মুল্যবান পরামর্শ শুনেছি।’

প্রশাসনিক ক্ষমতার এই অপব্যবহার দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক : রাহুল

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : প্রশাসনিক ক্ষমতার এই অপব্যবহার দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক উ ৩৭০ ধারা বাতিল ইস্যুতে একদিন পর মঙ্গলবার কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করে টুইটারে এমনটাই দাবি করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী উ তাঁর দাবি, এতে জাতীয় সংহতি মোটেই শক্তিশালী হল না। বরং দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিল কেন্দ্র সরকার। যা নিয়ে মঙ্গলবারও উত্তাল সংসদ উ এদিন সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এদিন ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা লোকসভায় তুলতেই তুমুল হইহট্টগোল শুরু হল লোকসভায়। গত ২৪ ঘন্টা নিশ্চুপ থাকার পর বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী উ এদিন টুইটারে রাহুল গান্ধী লেখেন, “সংবিধানকে লঙ্ঘন করে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জেলে পুরে ও জম্মু-কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করে জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করা যায় না। শুধুই কিছু জমির খণ্ড দেশটাকে গড়ে তোলেনি, দেশটাকে গড়ে তুলেছেন দেশের নাগরিকরাই। প্রশাসনিক ক্ষমতার এই অপব্যবহার দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।”

মঙ্গলবার ডিওয়াইএফ এর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

লোকসভায় পাশ জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : লোকসভায় পাশ হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯। প্রস্তাবে পক্ষে ভোট পড়ে ৩৭০ এবং বিপক্ষে ৭০টি ভোট পড়ে।
সোমবার রাজ্যসভায় কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল পাশ হয় রাজ্যসভায়। প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ হওয়ার ফলে এখন তা পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির কাছে সই করানোর জন্য। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সই করলে বিলটি আইনে পরিণত হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে বিলটিতে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পাশাপাশি রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে কেন্দ্রশাসিত লাদাখের জন্ম হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার করা হবে না সেনা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : চাপের কাছে নতিস্বীকার নয়। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার করা হবে না সেনা। মঙ্গলবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অমিত শাহ।
লোকসভায় ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধে অমিত শাহ বলেন, ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য বিরোধী দলগুলির সাহস নেই সাংবিধানিক এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল। সেই সময় সন্ত্রাসবাদ তখন তুঙ্গে ছিল। এমনকি খাবারের অভাবও সেই সময়ে দেখা দিয়েছিল। কাশ্মীরে সেনাবাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিস্থিতির ফায়দা নিয়ে যাতে কেউ কোনও অপ্রীতিকর কিছু করতে না পারে তাই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকবে। সম্প্রতি কাশ্মীরে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি সেনা। উল্লেখ করা যেতে পারে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রস্তাব পাশ হলে গেল লোকসভায়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৫১ এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৭২টি। এর আগে সোমবার রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন অমিত শাহ।

কাশ্মীরে জমি বিক্রির নাম করে ভুয়ো খবর,তদন্তে গোয়েন্দারা

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স): কাশ্মীরে জমি বিক্রির নাম করে ভুয়ো খবর ছড়াল। সোমবার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বিলোপ নিয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ জারি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতার একটি নামী রিয়েল এস্টেট নির্মাতা সংস্থার নামে এমন ভুয়ো মেসেজ ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে। ওই রিয়েল এস্টেট সংস্থার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার অভিযোগ জানানো হয় লালবাজারে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ।

জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের দিন সকালেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করা কাশ্মীরিদের নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্র। এই রাজ্যেও মুখ্যসচিব ও ডিজির উদ্দেশ্যে পাঠান সতর্কবার্তায় কাশ্মীরিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো গুজব নিয়ে পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সেই মত কলকাতার যে সব এলাকায় কাশ্মীরিরা বেশি সংখ্যায় বাস করেন অথবা যে সব এলাকায় তাঁদের যাতায়াত করতে হয়, সেখানে বাড়তি নজর রাখতে বলা হয়েছে থানাগুলোকে।

লোকসভা ভোটের আগে পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার পরেই দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত এখানেও যাতে কাশ্মীর থেকে আসা শাল ব্যবসায়ীদেরই হামলার টার্গেট হিসেবে বেছে না নেওয়া হয় তার জন্য সেই সময়েই শহরের কোন কোন জায়গায় কাশ্মীরিরা রয়েছেন, তা চিহ্নিত করা হয়। বৌবাজার, বেহালা, ঠাকুরপুকুর ও কলকাতা বন্দরের কিছু এলাকায় কাশ্মীরিরা রয়েছেন বলে পুলিশ প্রশাসনের নজরে আসে। তখন ওই এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ বারও ওই এলাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরি পড়ুয়ারা কলকাতায় থাকেন, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্লাস করেন। তাঁদের কথাও মাথায় রাখা হয়েছে।

লালবাজারের এক কর্তা এদিন বলেন, 'ওই থানাগুলোকে এ বার আরও বেশি করে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে'। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা শহরের সব থানার অফিসার ও কর্মীদের বেশি করে রাস্তায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোনও রকম গোলমাল না ছড়ায়। কেন্দ্রের নির্দেশিকাতেও বলা হয়েছে, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয় এবং সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের আস্থা বাড়াতে সেই সব পদক্ষেপের কথা যাতে ভালো ভাবে প্রচার করা হয়, সে দিকে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি, যে কোনও মাধ্যমে যে কোনও ধরনের গুজব ছড়ানো বন্ধ করতে পুলিশকে নজরদারি বাড়াতে হবে।

তার মধ্যেই এদিন ইডেন রিয়েলটি গ্রুপ নামে একটি সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে, তাদের নাম করে কেউ বা কারা কাশ্মীরে সস্তায় জমি কেনার ভুয়ো খবর প্রচার করছে। মোবাইলে পাঠানো সেই মেসেজের স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি লালবাজারের সাইবার থানায় জানানো হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই ধরনের কোনও মেসেজ তারা পাঠায়নি। যে ফোন নম্বর থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে, সেটিও তাদের নয়। ওই নম্বর থেকে তাদের সংস্থার নম্বরে কল ফরোয়ার্ড করে রাখা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা গেছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের ডিডেকটটিভ ডিপার্মেন্টি।

আহত ১৪

আটের পাতার পর

কলকাতায় কালীঘাটের মন্দির দর্শনে। মঙ্গলবার সেখান থেকেই ফিরে যাচ্ছিলেন। দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার পথে নবাবহাটের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ম্যাটাডোরটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল ম্যাটাডোরটি। আচমকাই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনজন। এলাকাবাসীরাই প্রথম উদ্ধার কাজে হাত লাগান। আসে বর্ধমান থানার পুলিশও। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই দলের সদস্য বিহু বিন্দে জানান, তাঁদের বাড়ি বিহারের কৈমুর জেলার শাহবাজপুর এলাকায়। গত ৩১ জুলাই ১৮ জনের একটি দল ম্যাটাডোর নিয়ে তীর্থস্থান ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলার বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে সোমবার বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা।

জরুরী পরিষেবা

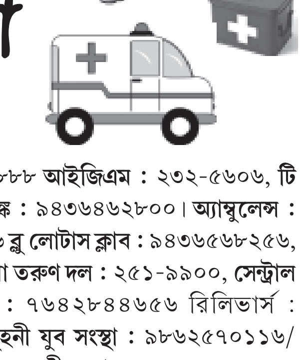

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দিল্লির বহুতলে : মৃত্যু ৫ জনের, গুরুতর আহত ১১ জন

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): গভীর রাতে আগুন-আতঙ্ক রাজধানী দিল্লিতে। সোমবার গভীর রাতে দিল্লির জাকির নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখায় দ্বগ্ধ হয়ে অথবা ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। এছাড়াও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১ জন। আহতদের উদ্ধার করে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, আহত ১১ জনের মধ্যে ৬ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, সোমবার গভীর রাতে দিল্লির জাকির নগর এলাকায় অবস্থিত একটি বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষনের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও ৫ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, জাকির নগর এলাকায় অবস্থিত বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। এছাড়াও আহত অবস্থায় ১১ জনকে উদ্ধার করে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার ড় মালা জানিয়েছেন, আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ জন রোগী। একজন পেডিয়াট্রিক আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন এবং আরও বেশ কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে ওয়ার্ডে।

অন্ধ্রপ্রদেশে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের রহস্য মৃত্যু, হোস্টেলের শৌচালয় থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

কৃষ্ণা (অন্ধ্র প্রদেশ), ৬ আগস্ট (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় রহস্যজনক মৃত্যু হল তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের। হোস্টেলের শৌচালয় থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কৃষ্ণা জেলার চাল্লাপল্লী শহরের বি সি ওয়েলফেয়ার হোস্টেলের ঘটনা। মৃত ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, তৃতীয় শ্রেণীর ওই ছাত্রকে খুন করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, কৃষ্ণা জেলার চাল্লাপল্লী শহরের বি সি ওয়েলফেয়ার হোস্টেলের শৌচালয় থেকে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হল ওই ছাত্রের, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ছোট্ট ওই শিশুটিকে খুন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। মৃত ছাত্রের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

কান্ডে ধৃত দুই

আটের পাতার পর

অভিযোগ রয়েছে কদমতলা থানায়। গরু চুরি, এটিএম চুরিসহ বাড়িঘরে নিত্যদিন চুরি করা তাদের জন্য জল ভাত হয়ে যায়।বর্তমানে ধৃত দুই চোর কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে। তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জানা যায় আজ ওই কুখ্যাত দুই চোরকে ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

উৎন্ট্রিত মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গতকাল থেকে যা চলছে তা আমি একজন নাগরিক হিসাবে দেখেছি। কাশ্মীরকে আমরা ভালবাসি। কাশ্মীরের লোকেরা আমাদের ভাইবোন'। তাঁর কথায়, 'আমি বিলের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনও কথা বলছি না। তবে যে ভাবে তা সংসদে পেশ করা হল তা সাংবিধানিক, আইনি ও প্রথাগত দিক থেকে কোনওভাবেই প্রশংসাযোগ্য নয়। গণতান্ত্রিকও নয়। সেই কারণেই তৃণমূল বিলে সমর্থন করেনি। নইলে মনে হবে এই অন্যায়কে আমরা মেনে নিলাম'।

এখানে বলা যায় গতকাল রাজ্যসভায় কাশ্মীর সংক্রান্ত বিলটি আমিত শাহ পেশ করার সময় তৃণমূলের ২২ জন সাংসদ ওয়াক আউট করেন। ফলে, বিলটি পাশ করতে সুবিধা হয়ে যায় বিজেপি সরকারেরই। যদিও আজ জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা জানিয়ে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে 'গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন' বলে বর্ণনা করেন। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এই বিলটি সমর্থন করি না। আমরা এই বিলের পক্ষে ভোট দেব না। কাশ্মীরি এবং সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। যদি আপনি একটা চিরস্থায়ী আলোচনায় আসতে চান, তাহলে সকলের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে'।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ওঁরা সব দলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পারতেন। এমনকি কাশ্মীরে মিটিং ডাকতেন পারতেন। আমরা যেতে আগ্রহী ছিলাম। সেখানে সবাই মিলে আলোচনা করে আমরা ঠিক করতে পারতাম'। মমতা এরপরই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলেন, কারও জন্য কোনও কিছু স্থায়ী নয়। কিন্তু স্থায়ী সমাধান খুঁজতে গেলে সকলের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। এদিন লোকসভাতেও মোদী সরকারকে বিঁধে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে সরব হন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব রেল

তিনের পাতার পর

সাজা দেওয়া হয়েছে ৩৬৬ জনকে, জরিমানা করা হয়েছে ১৮০ জনকে। দেয় অর্থ দিতে না পারায় ৯৮ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছে। পূর্ব রেলের এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

অজিত ডোভাল

পাচের পাতার পর

উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে। সোমবার ৩৭০ ধারা রদ হওয়ার পর এনএসএ ডোভাল এই প্রথম কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠালেন। রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, "কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ। গোটা উপত্যকায় শান্তি, স্বাভাবিক পরিস্থিতি রয়েছে। কোনও বিক্ষোভ-প্রতিরোধের ঘটনা নেই এবং সাধারণ মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন কাজে বেরোচ্ছেন।"

৩৭০ ধারা উঠে যাওয়ার পর সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক কাঠামোয় যে রদবদল আসন্ন, সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা এবং নিরপত্তাজনিত যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তিনি। সব মিলিয়ে গোটা প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় এবং দ্রুত কাশ্মীরে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে, সেই কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে ডোভালকে।

দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস

পাচের পাতার পর

হয়েছে তাদ দুঃখজনক। জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি এবং উন্নয়নের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ সরিয়ে রেখে ভারতের একতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ে আলোচনা করা হোক। জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি, কাশ্মীরি যুবকদের জন্য চাকরি এবং কাশ্মীরি পণ্ডিত জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক।

উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির সদরের কংগ্রেস বিধায়ক অদিতি সিং জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিতে পূর্ণ সমর্থন। ভারতের মূল ধারার সঙ্গে আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে জম্মু ও কাশ্মীর। এটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। অযথা বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। বিধায়ক হিসেবে বিষয়টি স্বাগত জানাচ্ছি।

দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হল, কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া মায়াবতীর

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করলেও কাশ্মীরের প্রসঙ্গে সকল রাজনৈতিক বিরোধিতা ভুলে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পাশেই দাঁড়িয়েছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী।

মঙ্গলবার ট্যুইটবার্তায় মায়াবতী লিখেছেন, ৩৭০ ধারা এবং বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী ৩৫এ ধারা বিলুপ্তির দাবি দীর্ঘদিন ধরেই বকেয়া পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত থেকে সেখানকার বাসিন্দারা উপকৃত হবে প্রত্যাশা করছে বিএসপি।

রাজনৈতিক ভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে হলেও ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে সোমবার কেন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই পদক্ষেপ রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করবে বলে দাবি করেছিলেন তিনি।

লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার প্রসঙ্গে এদিন মায়াবতী নিজেদের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, একই ভাবে লেহ-লাদাখকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই দাবি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছিল। অবশেষে তা পূরণ হল। ড় ভীমরাও আম্বেদকরের অনুগামীরা যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তারাও এতে খুশি।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার রাজ্যসভায় সংবিধান থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিষয়টি পেশ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে লাদাখকে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারকে সমর্থন করেছে এআইএডিএমকে, বিজু জনতা দল (বিজেডি), শিবসেনা এবং বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)।

উন্নাও মামলা : লখনউ থেকে দিল্লির-র এইমস-এ নিয়ে আসা হল নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীকে

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ৬ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে দিল্লির এইমস-এ নিয়ে আসা হল উন্নাও ধর্ষিতা ও তাঁর আইনজীবীকেঊ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরবর্তী দিনই মঙ্গলবার উন্নাওয়ের নির্যাতিত ও তাঁর আইনজীবীকে চিকিতার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে দিল্লির এইমস-এঊ উন্নাওয়ের ধর্ষিতা ও তাঁর আইনজীবীকে লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রিন করিডর করা হয়ঊ ট্রমা সেন্টার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তায় প্রায় ১৫০ জন জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়ঊ মাত্র ৩৯ মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দরে পৌঁছে যায় অ্যাম্বুল্যান্সঊ

লখনউ থেকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয় নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীকেঊ দিল্লি বিমানবন্দর থেকে এইমস পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার রাস্তা গ্রিন করিডর করে ১৮ মিনিটে অ্যাম্বুল্যান্ড পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দিল্লি পুলিশঊ উন্নাও ধর্ষিতার শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে এইমস ট্রমা সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'নিগৃহীতা লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রয়েছে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধের প্রয়োজনঊ তরুণী এখনও আশঙ্কাজনকঊ চিকিতকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে খোঁজ রাখছেনঊ'

প্রসঙ্গত, উন্নাও থেকে রায়বরেলী যাওয়ার পথে, গত ২৮ জুলাই একটি ট্রাক ধাক্কা মারে ধর্ষিতার গাড়িতেঊ দুর্ঘটনায় মারা যান নিগৃহীতার দুই আত্মীয়ঊ ধর্ষিতা নিজে ও তাঁর আইনজীবী মহেন্দ্র সিং গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিতাধীন ছিলেন লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালেঊ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরবর্তী দিনই, চিকিতার জন্য লখনউ থেকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হল নিগৃহীতা ও তাঁর আইনজীবীকে।

রঙিয়ায় ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের ক্লাশ বয়কট

রঙিয়া (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে রঙিয়ার বীরদত্ত হাইস্কুলেও ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকরা ক্লাশ বয়কট করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছেন। তাঁদের প্রথম দফার এই প্রতিবাদী কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ২ আগস্ট থেকে।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে অসম সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ৬,৫০০ জন শিক্ষক তাঁদের চাকরি নিয়মিত করার দাবিতে ক্লাশ বয়কট আন্দোলন শুরু করেছেন। আজ ৬ আগস্ট তাঁদের প্রথম দফার শ্রেণি বয়কট আন্দোলনের পর পূর্ব সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় দফায় আগামীকাল ৭ আগস্ট এই সব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক রাজযের প্রতিটি জেলা সদরে জেলা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১১টা থেকে ২-টো পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করবেন। জানিয়েছেন, কামরূপ জেলা ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সংস্থার উপদেষ্টা দীপচরণ দাস।

বাতিল ৩৭০ ধারা : জাতীয় পতাকা হাতে বিজয় মিছিল করে গ্রেফতার একাধিক বিজেপি কর্মী, প্রতিবাদে সরব সায়ন্তন বাবুল

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স) : সোমবার কাশ্মীরে খারিজ হয় ৩৭০ ধারা ঊ মঙ্গলবার বিজেপির অভিযোগ, এই খুশিতে কলকাতা তথা রাজ্যজুড়ে বিজেপির মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের সর্থকদের ঊ এদিন এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় বিজেপির অন্যতম নেতা সায়ন্তন বসু ও বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ঊ

এদিন রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করে সায়ন্তন বসু বলেন, "কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে বিল পাশ করল কেন্দ্র। আর সেই আনন্দে গোটা দেশে জাতীয় পতাকা হাতে আনন্দ মিছিল করলেন দেশবাসীরা। অথচ আমাদের রাজ্যে আনন্দ মিছিল করার অপরাধে গ্রেফতার করল পুলিশ। এটা কি পাকিস্তান?"

এদিন একইভাবে টুইটে এই ঘটনার প্রতিবাদ করে, রাজ্য সরকারের তীব্র নিন্দা করেন বাবুল সুপ্রিয় ঊ তিনি লেখেন, "খুব শীঘ্রই বাংলার মানুষ গ মমতাঅফিশিয়ালের 'তালিবানী বিধি' এর 'শেষ' চিহ্নিত করবে! তিনি আমার বিজেপি জেলা এবং পার্টির সহকর্মীদের গ্রেফতার করিয়েছেন যখন তারা ধারা ৩৭০ ধারা বাতিল করার উদযাপন করতে বেরিয়েছিল ঊ"

উল্লেখ্য, মোদী সরকারের এই 'ঐতিহাসিক' সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর থেকেই খুশির হাওয়া রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে ঊ এদিন এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই মুরলীধর সেন লেনে শুরু হয়ে যায় কোলাকুলি, মিষ্টি বিতরণ ও জাতীয় পতাকা হাতে মিছিলে কিছুটা বিজয় উতবের ভঙ্গিতেই চলে আনন্দ উজ্জাপন কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঊ অন্যদিকে এদিন বিকেলে নিমতা এলাকার পূর্বপাড়া থেকে নিমতা থানা পর্যন্ত বিজয় মিছিলের আয়োজন করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব । এই মিছিলে শামিল হন সাধারণ এলাকাবাসীরাও । এছাড়াও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে, সন্ধ্যাবেলা গড়িয়া মোড় থেকে সুলেখা মোড় পর্যন্ত বিজয় মিছিলে হাঁটেন আমজনতা । বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ ওঠে এই মিছিল করার অপরাধেই কলকাতা তথা বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয় বিজেপি কর্মীদের ।

লোকসভা

● প্রথম পাতার পর

প্রস্তাব পাশ হয়ে যায় লোকসভায়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৫১ এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৭২টি।

ভোটাভুটির আগে অমিত শাহ বলেন, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুই কাশ্মীরের বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না ভুল তা ইতিহাস ঠিক করবে। কিন্তু যখনই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে নরেন্দ্র মোদীকে মানুষ স্মরণ করবে। আইনশৃঙ্খলা অবনতির কারণে কার্ফু জারি করা হয়নি। পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ পর্যায় না চলে যায় তাই কার্ফু জারি করা হয়েছে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ওয়েইসি বলেছেন যে আমরা ঐতিহাসিক ভুল করতে চলেছি। কিন্তু আমরা ঐতিহাসিক ভুলের সংশোধন করতে চলেছি। গত পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে তা থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছে উপত্যকার উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় ৩৭০ ধারা।

লোকসভায় পাশ হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ৩৭০ এবং বিপক্ষে ৭০টি ভোট পড়ে।

সোমবার রাজ্যসভায় কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল পাশ হয় রাজ্যসভায়। প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ হওয়ার ফলে এখন তা পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির কাছে সই করানোর জন্য। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সই করলে বিলটি আইনে পরিণত হবে।

পুলওয়ামার মতো ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। মঙ্গলবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

এদিন ইসলামাবাদে যৌথ সংসদীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমরান খান দাবি করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা (ভারত) কাশ্মীরিদের কোণঠাসা করতে চাইছে। ফলে পুলওয়ামার মতো ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটতে পারে। এরপর নিজের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ইমরান খান দাবি করেন, পুলওয়ামা হামলায় পাকিস্তানের কোনও হাত ছিল না। ফের যদি এমন ঘটনা ঘটে তবে পাকিস্তানকে দায়ী করা অনুচিত হবে। তারা (ভারত) হামলা চালাতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানও জবাব দেবে। ভারতের এই পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে তারা কথা বলতে চায় না।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিরুদ্ধে যখন নিন্দায় সরব হচ্ছেন গুলাম নবি আজাদ, রাহুল গান্ধী, অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো নেতারা তখন অপর দিকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে কংগ্রেসের অন্দরেই এগিয়ে এলেন জর্নাধন দ্বিবেদী, মিলিন্দ দেওরা, দীপেন্দ্র হুডা, অদিতি সিং-এর মতো নেতা-নেত্রীরা।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জর্নাধন দ্বিবেদী জানিয়েছেন, দেরি করে হলেও ঐতিহাসিক ভুল অবশেষে সংশোধন করা গিয়েছে। এটাই রাষ্ট্রের পক্ষে সন্তোষের বিষয়। স্বাধীনতার পর বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী চাইতেন ৩৭০ ধারা থাক। এমনকি রাম মনোর লোহিয়াও ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি চাইছেন। দীপেন্দ্র হুডা ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার স্বার্থে এটি করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এর কোনও স্থান নেই। জম্মু ও কাশ্মীর সর্বোপরি গোটা দেশের স্বার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মুম্বইয়ের দাপুটে কংগ্রেস নেতা মিলিন্দ দেওরা বলেন, ৩৭০ ধারা নিয়ে যে উদারপন্থী বনাম রক্ষণশীলদের বিতর্কে যে পরিণত হয়েছে তাদ দুঃখজনক। জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি এবং উন্নয়নের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ সরিয়ে রেখে ভারতের একতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ে আলোচনা করা হোক। জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি, কাশ্মীরি যুবকদের জন্য চাকরি এবং কাশ্মীরি পণ্ডিত জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক।

উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির সদরের কংগ্রেস বিধায়ক অদিতি সিং জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিতে পূর্ণ সমর্থন। ভারতের মূল ধারার সঙ্গে আরও বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে জম্মু ও কাশ্মীর। এটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। অযথা বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। বিধায়ক হিসেবে বিষয়টি স্বাগত জানাচ্ছি।

মঙ্গল

● প্রথম পাতার পর

জন্য আলাদা রাজ্য গঠন করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে একটি রাজ্যকে ভাগ করতে পারে আবার দুটি রাজ্যকে এক সঙ্গে সংযুক্তও করতে পারে। তাই সংবিধান মেনে আইপিএফটি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নতুন রাজ্য গঠনের দাবি করে আসছে। আগামী দিনেও একই দাবি করবেন তাঁরা, যাতে রাজ্যের এডিসি এলাকাকে নিয়ে তিপ্রাল্যান্ড নামে নতুন রাজ্য গঠন করা হয়।

মঙ্গল আশাবাদী, বিজেপি সরকার তাঁদের দাবি পূরণ করবে এবং তিপ্রাল্যান্ড নামের নতুন রাজ্য তাঁরা পাবেন। কারণ বিজেপি সরকার ছোট রাজ্য গঠনের পক্ষে বিশ্বাসী। তাঁরা ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড এবং ছত্তিশগড় নামে নতুন তিনটি রাজ্য গঠন করেছে। নতুন রাজ্য গঠনের জন্য তাঁরা নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রালয়, এমন-কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলছেন।

সুষমা স্বরাজ

● প্রথম পাতার পর

জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। সুষমা স্বরাজের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। তাছাড়া ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও সুষমা স্বরাজের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

১৮৯০ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ১৪৮জন উত্তীর্ণ হয়। অপরদিকে টেট টুতে ২৮৩৫ জন আবেদন করেছিলেন, ২৪৫৮জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ২৩০জন উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সার্টিফিকেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কাজ শেষ হয়েছে এবং এখন তাদের র‍্যাঙ্কিং তৈরীর প্রক্রিয়াও সমাপ্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত করবে। কারণ ষোল মাস আগে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পূর্বে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্যের সমস্ত দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির তদন্ত করবে। বেশ কিছু দুর্নীতির তদন্ত সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এমবিবি বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাছে জমি চাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

তার জন্য বিদ্যুৎ কর্মীদের ধারাবাহিক ভাবে এই সমস্ত বিষয়ে নজরদারী চালানোর দাবি জানায় স্থানীয় বাসিন্দারা। দমকল কর্মীদেরও একই বক্তব্য। পাখির বাসা থেকে এই অগ্নি কান্ডের সূত্রপাত বলে জানান দমকল কর্মী।

আটক

● প্রথম পাতার পর

আছে কি না। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন উদয়পুরের এসডিপিও হিমাদ্রি প্রসাদ দাস এবং কাঁকড়াবন থানার ওসি ননীগোপাল দাস।

থেকে

● প্রথম পাতার পর

সেই পিটিশনের ভিত্তিতেই হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে টিআরবিটি দ্বারা নির্বাচিত নিয়ুক্তিপ্রাপ্ত গ্রেজুয়েট এবং পোস্ট গ্রেজুয়েট শিক্ষকদের দেওয়া হবে পূর্বের সার্ভিস/পে, সিনিয়রিটি, পেনশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা।

শচীন-শেওয়াগদের হারাতে দেয়নি এক পাকিস্তানিই ঃ শোয়েব

বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে এখনও জয়ের খাতা খুলতে পারেনি পাকিস্তান। এই তথ্য নতুন নয়। ইন্দো-পাক মহারণ মানেই গনগনে উত্তাপের আবহ। চিরশত্রুদের বিপক্ষে পাকিস্তান সম্ভবত সবথেকে তিক্ত হার হজম করেছিল ১৬ বছর আগে। সেঞ্চুরিয়নের সেই ভারত-পাক মহারণ এখন ভারতীয় ক্রিকেটের লোকগাথায়। সেই হারের ক্ষত এখনও দগদগে ঘা হয়ে রয়ে গিয়েছে। শচীন-শেওয়াগের ব্যাটে কার্যত দুরমুশ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। সেই ম্যাচ নিয়ে এবার সরাসরি মুখ খুলে শোয়েব আখতার জানিয়ে দিলেন, সেই ম্যাচে হারের জন্য দায়ী ছিল ওয়াকার ইউনুসের দুর্বল নেতৃত্ব। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এই বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য প্রাক্তন পাক স্পিডস্টারের।শোয়েব নিজের ইউটিউব চ্যানেলে জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যথা কমার ওষুধ নিয়ে তাঁকে মাঠে নামতে হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, ''ইঞ্জেকশনের জন্য বাঁ পায়ের হাঁটুতে জল জমে গিয়েছিল। হাঁটু কার্যত অসাড় হয়ে পড়েছিল।'' সেই ম্যাচটাই শোয়েবের কেরিয়ারের সবথেকে খারাপ ম্যাচ। মেনে নিয়ে তারকা জানিয়েছেন, ''২০০৩-এর বিশ্বকাপের ভারত-পাক ম্যাচ ছিল কেরিয়ারের সবথেকে হতাশাজনক ম্যাচ। স্কোরবোর্ডে ২৭৩ তুলেছিলাম আমরা। তা সত্ত্বেও ভারতকে থামাতে পারিনি আমরা।''চার পরিবর্তন ঘটিয়ে আজ মাঠে কোহলিরা, জানুন প্রথম একাদশ কী হতে চলেছেকোহলিদের হেড কোচ বাছাই নিয়ে তুমুল ঝামেলা! তুলকালাম কাণ্ড সমুদ্র-শহরেআম্পায়ারের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার! তৃতীয় ম্যাচের আগেই শাস্তি তারকারএরপর রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস দলের ড্রেসিংরুমের কথাও শেয়ার করেছেন। প্রথমে ব্যাট করে ৩০০-এর আগে আউট হয়ে যাওয়ার পরে শোয়েব আখতার সতীর্থদের জানিয়েছিলেন, দল কমপক্ষে ৩০-৪০ রান কম করেছিল। সেই কথা শুনে আবার সতীর্থরা চিতকার করে জানিয়েছিল, ২৭৩ রানই ভারতকে হারানোর পক্ষে যথেষ্ট। তবে শোয়েব ম্যাচ রিডিংয়ে নিখুঁত ছিলেন। তিনি জানাচ্ছে, ''আমার মনে হয়েছিল পিচ ব্যাটিং সহায়ক। দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটসমানরা সুযোগ পাবে।''শোয়েব আখতারের বিস্ফোরণ অধিনায়কের বিরুদ্ধেপাকিস্তানের সেই টার্গেট তাড়া করতে নেমে বিস্ফোরক মেজাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শচীন-শেওয়াগ। ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস থেকে শোয়েব আখতার স্রেফ ভেসে গিয়েছিলেন ভারতের দুই ওপেনারদের মেজাজের সামনে। সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে শোয়েব জানাচ্ছেন, ''বল করার সময় আমার পায়ে কোনও অনুভূতি ছিল না। দৌড়তে কষ্ট হচ্ছিল। শচীন আর শেওয়াগ খুলে বাট করছিল। শচীন তো আমাকে পয়েন্টের উপর দিয়েও ছক্কা হাকাচ্ছিল।''শোয়েব রান খরচ করছেন দেখে ওয়াকার ইউনিস তাঁকে আক্রমণ থেকে সরিয়ে নেন। কিছুক্ষণ পরে নতুন স্পেলে আবার আক্রমণে আসেন। শোয়েবের দ্বিতীয় স্পেলে ক্রমাগত শর্ট বলেই শচীন আউট হয়ে যান। সেই কথা জানিয়ে শোয়েব বলেন, শুরু থেকেই তিনি এরকম বোলিং করতে পারতেন। তবে পায়ের বথার জন্য পারেননি। ওয়াকারের নেতৃত্বের সমালোচনাও করেছেন তিনি।

দু'' টুকরো হলেও এক থাকছে জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেট বোর্ড

লাদাখ ভেঙে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রিকেটের মাঠে লাদাখ থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গেই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের সমস্ত ঘরোয়া টুর্নামেন্টে লাদাখের ক্রিকেটাররা জম্মু-কাশ্মীরের হয়েই প্রতিনিধিত্ব করবেন জানিয়ে দিলেন ক্রিকেট কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস-এর প্রধান বিনোদ রাই।দিল্লির সিদ্ধান্তে সোমবার বড়সড় পরিবর্তনের সূচনা হল জম্মু-কাশ্মীর ভূখণ্ডে। জম্মু-কাশ্মীর ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিশেষ অধিকার হারাতে চলেছে। এ ছাড়াও হারাচ্ছে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদাও। ভেঙে দু''টুকরো করা হচ্ছে একে। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।২০০৩ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারল কেন পাকিস্তান? ১৬ বছর পরে রহস্য ফাঁস শোয়েবেরউদ্ভুত এই পরিস্থিতিতে ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে লাদাখের ক্রিকেটাররা কোন দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন? এই প্রশ্নের জবাবে বিনোদ রাই বলেন, ''''লাদাখের জন্য আলাদা স্টেট বডির কথা এখনও আমরা চিন্তাভাবনা করিনি। বিসিসিআই-এর সমস্ত ঘরোয়া টুর্নামেন্টে লাদাখের ক্রিকেটাররা জম্মু-কাশ্মীরের হয়েই খেলবে।''''লাদাখের কোনও ক্রিকেটার অবশ্য আজ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য দলে সুযোগ পাননি। ভবিষ্যতে লাদাখ অঞ্চল থেকে কোনও ক্রিকেটার উঠে এলে তাঁকে জম্মু-কাশ্মীরের হয়েই খেলানো হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বরে শুরু হচ্ছে এই মরসুমের রঞ্জি ট্রফি। সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে উপত্যকায় কি ক্রিকেট আগের মতোই খেলা হবে? সংশয় সরিয়ে রাই বলছেন, ''''গত বছরে জম্মু-কাশ্মীর হোম ম্যাচগুলো খেলেছিল শ্রীনগরে। এ বারও শ্রীনগরেই হোম ম্যাচ খেলবে জম্মু-কাশ্মীর। উপত্যকায় খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।''''সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজ ও জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনিক বিভাজনের সিদ্ধান্ত ক্রিকেটকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করবে না। বোর্ড এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

কোচ হিসেবে থেকে যাচ্ছেন শাস্ত্রীই, বিদেশি কোচে আগ্রহ নেই উপদেষ্টা কমিটির

ভারতীয় দলের হেড কোচের চেয়ারে বসার ব্যাপারে এগিয়ে রবি শাস্ত্রীই। ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটির সদস্যরা আজ, মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেন, শাস্ত্রীর কোচিংয়ে যেহেতু ভাল খেলেছে ভারতীয় দল, তাই বিরাট কোহালির নেতৃত্বাধীন দলের কোচ হিসেবে দেখা যাবে ফের শাস্ত্রীকেই।কপিল দেব, অংশুমান গায়কোয়াড় ও শান্তা রঙ্গস্বামীকে নিয়ে তৈরি ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটি।

একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সিএসি-র এক সদস্য বলেছেন, ''''বিদেশি কোচ নিয়োগের ব্যাপারে আমরা খুব একটা আগ্রহী নই। গ্যারি কার্স্টেনের মতো কেউ যদি আবেদন করেন, তা হলে আমরা ভাল করে ভেবে দেখতে পারি। তবে ভারতীয় কোচকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। দেশীয় কোচের অধীনে ভারতীয় দল ভাল খেলছে। তা হলে কেন পরিবর্তন করতে যাব? এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি যা, তাতে শাস্ত্রীই কোচ হওয়ার জন্য ফেভারিট।'''' ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য বিমান ধরার আগে কোহালি বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রীর বোঝাপড়া ভাল। কলকাতায় এসে কপিল বলে যান, কোহালির বক্তব্যকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সিএসি-র সংশ্লিষ্ট সদস্য বলেন, ''''এখন যদি কোচ পরিবর্তন করা হয়, তা হলে পরের পাঁচ বছরের স্ট্র্যাটেজি ও পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন দেখা যাবে। এই মুহূর্তে এরকম ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না।''''২০০৩ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারল কেন পাকিস্তান? ১৬ বছর পরে রহস্য ফাঁস শোয়েবের৩৭০ বিলোপকে কটাক্ষ করে আফ্রিদির টুইট, পাল্টা তোপ গম্ভীরেরভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের সাক্ষাতকার নেওয়ার দিনক্ষণ এখনও জানায়নি বোর্ড। কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস-এর প্রধান বিনোদ রাই জানিয়েছেন, অগস্টের মাঝামাঝি সময়ে সাক্ষাতকার নেওয়া হবে তাঁদের।

স্টেইনকে চ্যাম্পিয়ন বললেন কোহালি

টেস্ট ক্রিকেট থেকে সোমবারই অবসর নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন। লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান বহু ক্রিকেটার। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি টুইট করে শুভেচ্ছা জানান প্রোটিয়া এই পেসারকে। কোহালি টুইট করে লেখেন, ''ক্রিকেটের এক সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন। অবসরের অনেক শুভেচ্ছা পেস মেশিন।''আইপিএল ২০১৯-এ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে দু''টি ম্যাচ খেলর পরে চোটের জন্য ছিটকে যান স্টেইন। তবে আরসিবি-র অধিনায়ক কোহালির এই বার্তা হৃদয় ছুঁয়েছে নেটিজেনদের। স্টেইনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবি ডিভিলিয়ার্সও। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন,''এক সঙ্গে এত গুলো বছর কাটালাম। আমাদের অনেক অনেক স্মৃতি রয়েছে। স্টেইনকে সেরা বোলার হতে দেখা সৌভাগ্য। মানুষ হিসাবে এবং এক জন টিমের সদস্য হিসাবে তুমিই সেরা। অবসরের অনেক শুভেচ্ছা। বিদায় বন্ধু।''৩৭০ বিলোপকে কটাক্ষ করে আফ্রিদির টুইট, পাল্টা তোপ গম্ভীরের৩৬ বছর বয়সী স্টেইন প্রথম ম্যাচ খেলেন ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে। প্রোটিযাদের হয়ে ৯৩ ম্যাচে ৪৩৯ উইকেট নেওয়া স্টেইন ২৬ বার এক ইনিংসে ৫টি উইকেট এবং ৫ বার এক ইনিংসে ১০টি উইকেট নিয়েছেন। ২০০৮-০৯ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে দুরন্ত বোলিং করেছিলেন এই প্রোটিয়া-পেসার। কিন্তু, ক্রিকেট মহলে স্টেইন খবরের শিরোনামে আসেন ২০১৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম পাকিস্তান ম্যাচে। তাঁর গতির সামনে কার্যত ঝাঁঝরা হয়ে যান পাক ক্রিকেটাররা। ৬০ রান দিয়ে ১১টি উইকেট তুলে নেন এই পেস তারকা।

আফ্রিদি বললেন "কাশ্মীর পরাধীন", গম্ভীরের খোঁচা "ঠিকই, পাক অধিকৃত কাশ্মীর

গতকাল রাজ্যসভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে একাধিক বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পরেই নানা মহল থেকে নানা সুরে প্রতিক্রিয়া এসেছে। পাকিস্তানের অভিনেত্রী মাহিরা খান ভারতের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে টুইট করেছেন। মত প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদিও। তিনি টুইট করেছিলে, ''রাষ্ট্রপুঞ্জের চুক্তি মাফিক কাশ্মীরিদের সমস্ত অধিকার দেওয়া উচিত ভারতের। আমাদের সবার মতো তাঁদেরও অধিকার ভোগ করার সমস্ত সুযোগ দিতে হবে। না হলে কেন রাষ্ট্রপুঞ্জ তৈরি হয়েছে? তাঁরা কি ঘুমোচ্ছেন? তাঁদের উচিত কাশ্মীরের বাসিন্দাদের উপর চলা আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিষয়টি সঠিকভাবে নজর দেওয়া। আন্তর্জাতিক সংগঠনের তরফে এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করা আবশ্যক।'' আফ্রিদির এই মত প্রকাশের পরেই শুরু হয় বিতর্ক। ভারতের তরফে এই মতের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। আফ্রিদির উত্তরে ভেসে আসে একাধিক টুইট। আর সেসবের মাঝেই আফ্রিদির কথার উত্তর দেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর। তিনি বলেন, ''সত্যি। আফ্রিদি একদম সত্যি কথা বলেছেন। শুধু একটা ছোট শব্দ উনি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কাশ্মীর বলতে আসলে উনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কথা বলতে চেয়েছেন।''

কোহালি নন, স্মিথই বিশ্বসেরা প্রথম ম্যাচ জিতে মন্তব্য ল্যাঙ্গারের

অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ জেতার পর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ স্টিভ স্মিথের প্রসংসায় পঞ্চমুখ অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। প্রথম ইনিংসে পর পর উইকেট হারিয়ে একসময়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল অজিরা। স্মিথের অনবদ্য সেঞ্চুরির সুবাদে প্রথম ইনিংসে ২৮৪ রান তোলে অস্ট্রেলীয় দল।এর পরে দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি করেন স্মিথ। ইংল্যান্ড ৩৯৮ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৪৬ রানেই গুটিয়ে যায়। ম্যাচের শেষে ল্যাঙ্গারের দাবি, চাপের মুহূর্তে বিশ্বক্রিকেটে স্মিথের থেকে ভাল কেউ নেই। চলতি বছরের গোড়ার দিকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ল্যাঙ্গারের দলের বিরুদ্ধে নেমেছিল কোহালির ভারত। সেই সময়ে অজি কোচ বলেছিলেন, কোহালিই তাঁর দেখা সেরা খেলোয়াড়।

কিন্তু, প্রথম টেস্ট ম্যাচ জয়ের পর ল্যাঙ্গারের মন্তব্য কোহালি নন, স্মিথই বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান। তিনি বলেন,''''আমি অ্যালান বর্ডার, রিকি পন্টিং-সহ অনেক বড় বড় ক্রিকেটারের সঙ্গে খেলেছি। ওদের দেখে আমি বরাবরই অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং ওদের মতোই হতে চেয়েছি। কিন্তু স্মিথের মতো কাউকে খেলতে দেখিনি আমি। ৬০ এর উপর গড় নিয়ে স্মিথ প্রতিনিয়ত যে চাপের সঙ্গে খেলে যাচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শুধুমাত্র স্কিল থাকলেই এমন খেলা সম্ভব নয়। ওর সাহসিকতা, ধৈর্য, মানসিকতার তুলনা কারোর সঙ্গে করা চলে না।''''স্মিথকে প্রায় দশ বছর ধরে চেনেন ল্যাঙ্গার। শুনতে অবাক লাগলেও এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানের ''ব্যাগি গ্রিনে'' অভিষেক ঘটেছিল এক জন লেগ স্পিনার হিসাবে। ভারতের বিরুদ্ধে অভিষেকে সচিন তেন্ডুলকরের মহামুল্যবান উইকেটটিও এসেছিল তাঁরই ঝুলিতে। তা হলে কী করে এই পরিবর্তন এল? ল্যাঙ্গারের মতে, স্মিথের প্র্যাকটিস এবং দৃঢ় মানসিকতাই এই পরিবর্তনের কারণ। তাঁর মতে, ''''স্মিথ নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাট করে। নেটেও ওকে সহজে আউট করা সহজ হয় না। আমি এত দিন নেটে মার্ক রামপ্রকাশকেই সবচেয়ে বেশি বল খেলতে দেখেছিলাম। কিন্তু স্মিথ প্রায় ওর দ্বিগুণ সংখ্যক বল খেলে।''''১৪ অগস্ট থেকে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে। ওয়ানডে ক্রিকেটে সদ্য বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড দল ঘুরে দাঁড়াতে পারে কি না, সবার নজর এখন সেই দিকেই।

টেস্ট জার্সিতে নাম ও নম্বর হাস্যকর: ব্রেট লি

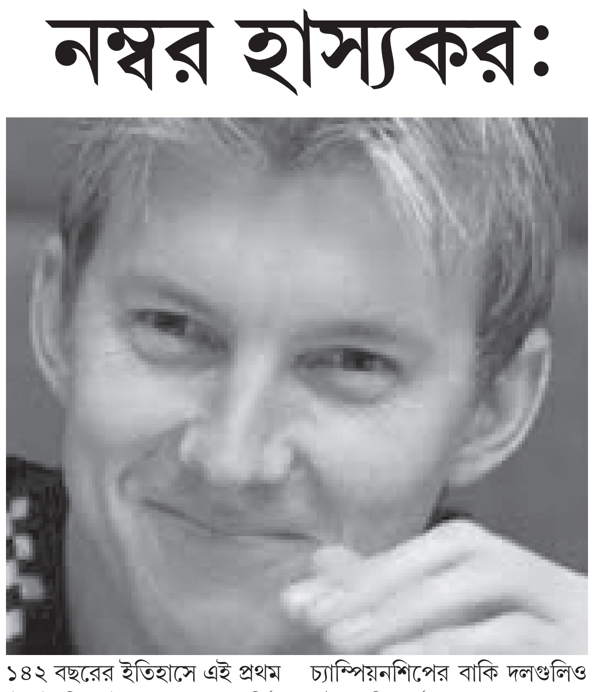

১৪২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম টেস্টে ক্রিকেটারদের সাদা জার্সির পিছনে নাম ও নম্বর ব্যবহৃত হচ্ছে। আইসিসি গত বছরই অনুমতি দিয়েছে টেস্টে ক্রিকেটারদের জার্সির পিছনে নাম ও পছন্দের নম্বর ব্যবহার করার। অবশেষে চলতি অ্যাশেজ টেস্টে রীতি ভেঙে নাম ও নম্বরসহ নতুন জার্সিতে মাঠে নেমেছে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা।টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বাকি দলগুলিও এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে চলেছে। তবে সনাতনপন্থী মানসিকতার প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বিশেষজ্ঞরা খোলা মনে মেনে নিচ্ছেন না এই রদবদল। আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বিষয়টিকে জঞ্জাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবার জার্সির পিছনে নাম ও নম্বর ব্যবহারকে হাস্যকর বলে অভিহিত করলেন প্রাক্তন অজি স্পিড স্টার ব্রেট লি।টেস্ট ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় করে তুলতে আইসিসি''র একাধিক পদক্ষেপ সমর্থন করলেও জার্সি নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারেই পছন্দ হয়নি ব্রেট লি''র। নিজের অপছন্দের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে আইসিসিকে উদ্দেশ্য করে লি জানান, তাদের এমন ভাবনা যুক্তিহীন ও হাস্যকর।টুইটে ব্রেট লি লেখেন, ''জানি না এর পিছনে কী যুক্তি রয়েছে, তবে টেস্ট জার্সির পিছনে নাম ও নম্বর ব্যবহারের আমি ঘোর বিরোধী। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত হাস্যকর দেখাচ্ছে। ক্রিকেটের প্রসারে আইসিসি''র বিভিন্ন পরিবর্তন আমার পছন্দ হলেও এই বিষয়টা একেবারেই ঠিক নয়।''গিলক্রিস্ট ও ব্রেট লি''র অপছন্দের পাশাপাশি নতুন এই রীতি নিয়ে ভারতের তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন একটি প্রশ্ন করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। টুইট করে অশ্বিন জানতে চেয়েছেন সোয়েটারেও কী নম্বর ব্যবহার করা উচিত?

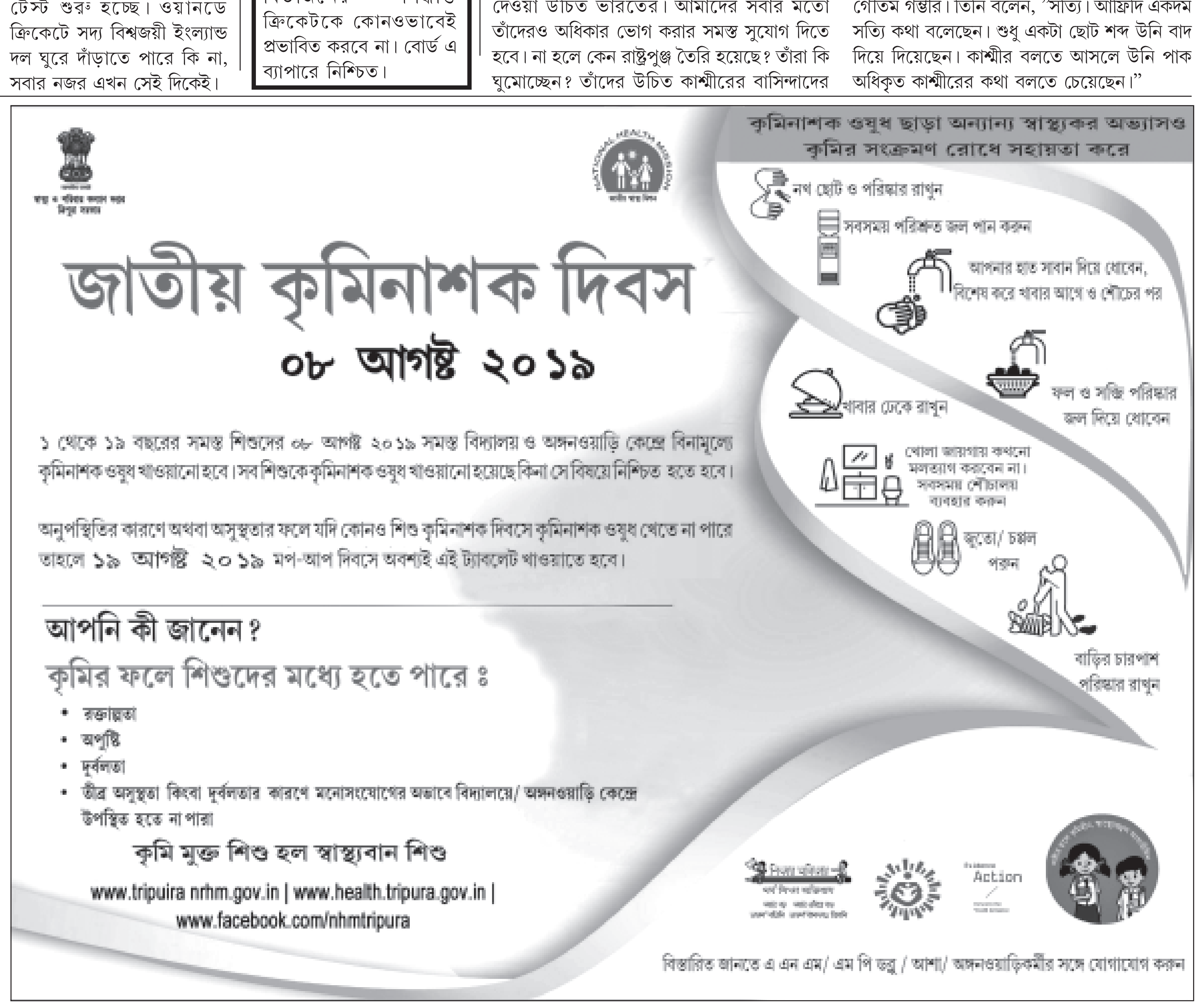

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলায় ফের শুরু হয়েছে অবৈধ দখলদারী অভিযান। ছবি- নিজস্ব।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করায় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন প্রদেশ বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল এবং ৩৭০ ধারার অন্তর্গত ৩৫-এ বাতিল করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ-কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী সভার গ্রহণ করা হয় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। তারপর রাজ্য সভায় কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। বিরোধীদের তুমুল বিক্ষোভের মধ্যেও রাজ্য সভায় এই বিল পাশ হয়ে যায়। তারপর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন। মঙ্গলবার লোকসভায় এই বিল পেশ করেন কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। লোকসভায় ভোটাভুটি হয়। সেখানে এই বিলের পক্ষে ভোট পরে ৩৫১ টি। বিপক্ষে ভোট পরে মাত্র ৭২ টি।

স্বাভাবিক ভাবেই লোকসভায় ধনি ভোটে বিলটি পাশ হয়ে যায়। বিজেপি সরকারের এইটি একটি অসাধারন সাফল্য বলাইবাহুল্য। রাজ্যসভা ও লোকসভায় এই বিল পাশের পর মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। জম্মু ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল এবং ৩৭০ ধারার অন্তর্গত ৩৫-এ বাতিল করার জন্য এইদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সহ কেন্দ্রিয় মন্ত্রী সভার সকল সদস্য সদস্যাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি। রাজ্যসভায় ও লোকসভায় এই বিল পাশ হয়েছে। এই ধারা অবলুপ্তি করতে যে সকল দল এনডিএ-র বাইরে থেকেও সমর্থন করেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

স্বাধীনতার পর যে সকল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাঁর মধ্যে জিএসটি কার্যকর করা, নোট বন্দী এবং সবশেষে মাইলস্টোন রচনা করেছে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি। বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে যে ভাবে ষরযন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল তাঁর বলিদান বৃথা যায়নি। এই দুই ধারাকে হাতিয়ার করে উগ্রবাদের সৃষ্টি করা হতো। কিন্তু দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে এই ধারার অবলুপ্তি ঘটানোর কোন চেষ্টা করেনি কংগ্রেস। অথচ বহুবার রাজ্য সভায় ও লোকসভায় তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল। ৩৭০ ধারার কারনে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কার্যকলাপ জারি রাখে। একাধিক বিষয় প্রয়োগ করা যেত না।

গণতন্ত্রকে হত্যা করে তোষণবাদে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশেষ করে তিন পরিবার ধারাবাহিক ভাবে রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছে। কাশ্মীর বাসিদের শোষণ করার জন্য এই ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। কেন্দ্রিয় সরকারের সুদৃঢ় পদক্ষেপে এই ধারার অবলুপ্তি ঘটেছে বলেও জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।যারা কেন্দ্রিয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে তদের মানসিকতা দেশদ্রোহীর।ভারতবর্ষ গণতন্ত্র প্রেমি দেশ। এখানে বাক স্বাধীনতা রয়েছে। সেই দিশাতে কাজ করছে কেন্দ্রিয় সরকার।

কিন্তু রাষ্ট্র সর্বোপরি। বিজেপি ভাষণবাজিতে বিশ্বাস করে না। তাকে কাজে পরিণত করার মানসিকতা নিয়ে চলে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও এইদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নব্যেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শান্তিরবাজারে ফের যান সন্ত্রাসে দু'জন গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। ফের যান দুর্ঘটনায় আহত দুই ব্যক্তি। মঙ্গলবার দক্ষিন ত্রিপুরার শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায় উদয়পুর থেকে জোলাইবাড়ী যাবার পথে টি আর ০৩ ৩৪৯৫ নাম্বারের যাত্রীবাহী মেক্সগাড়ী যাত্রী উঠানোর জন্য জাতীয় সড়ক দাড়ীয়ে ছিলো। হঠাৎ করে টি আর ০৪ ৯১০৮ নাম্বারের একটি বাইক এসে মেক্স গাড়ীর পিছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। বাইকটি গাড়ীর পিছনে ধাক্কা খেয়ে বাইক আরোহী এক যুবক ও একটি মেয়ে রাস্তায় ছিটকে পরে যায়। এতে করে গুরুতর আহত হয় দুই ব্যক্তি।

দুর্ঘটনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আহত দুইজনকে মেক্স গাড়ী করে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে খালিহাতে ঘুরে আসে। দুর্ঘটনায় আহত দুই ব্যাক্তি হলো বাইখোড়ার মরন সুর পাড়ার বসিন্দা জহরলাল কুড়ী এর ছেলে সৌরভ কুড়ী। অন্যদিকে আহত মেয়েটি শান্তির বাজার বগাফার বাসিন্দা বলে জানা যায়।

বর্তমানে দুর্ঘটনাগ্রস্থ আহত দুইজন বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসারত অবস্থায় আছে।

কদমতলা কালী মন্দিরে চুরি কান্ডে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ আগস্ট।। উত্তর জেলার কদমতলা কালী মন্দির চুরি তারপরের দিন কালি মন্দিরের পাশের মোটর পার্সের দোকানে চুরি হওয়ার পর নড়েচড়ে বসল কদমতলা থানার পুলিশ।দক্ষিণ কদমতলার দুই কুখ্যাত চোরকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। ধৃত দুই কুখ্যাত চোরের বিরুদ্ধে অনেক চুরির অভিযোগ রয়েছে সেই মোতাবেক সন্দেহভাজন ওই দুই চোরকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে কদমতলা থানার পুলিশ।কদমতলার ঐতিহ্যবাহী সার্বজনীন কালী মন্দির ও মোটর পার্সের দোকান চুরি কাণ্ডে ধৃত দুই কুখ্যাত চোর জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে কদমতলা থানার পুলিশ।সেই মর্মে একটি চুরির মামলা হাতে নিয়েছে কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত পরশু রাতে কদমতলা কালীবাড়িতে স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ অর্থ মিলিয়ে প্রায় তিন লাক্ষাধীক টাকা চুরি করে নিয়ে যায় নিশিকুটুম্বের দল। পরদিন সকাল পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একটি মামলা হাতে নিয়েছে তদন্ত শুরু করেছে। গতকাল রাতেও আবার একইভাবে কদমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুটি দোকানে একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটে। পর পর দুই রাতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সাধারণত ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক বিরাজ করে। এদিকে, পুলিশও কালীবাড়ি চুরির একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দক্ষিণ কদমতলা গ্রামের দুই কুখ্যাত চোর আম্বার আলির ওরফে পির(২০) পিতা বলু মিয়া ও মিনহাজুল হক হক(২২) পিতা সহিদ আলি। ধৃত দুই চোরের বাড়ি দক্ষিণ কদমতলা গ্রামে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক চুরির

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরও জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানার মধ্যে পড়ে, এর জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেব, সগর্বে দাবি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চিনও যে জম্মু ও কাশ্মীরের অঙ্গ। আর জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মঙ্গলবার তা ফের মনে করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গটন বিল নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা। রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সরকার পক্ষের কাছে জানতে চান জম্মু ও কাশ্মীর ভারত এবং পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বিষয়। ভারত সরকার কি করে নিজের ইচ্ছাতেই এই বিষয়ে প্রস্তাব ও বিল পাশ করার সিদ্ধান্ত নিল। এছাড়া ১৯৪৯ সাল থেকে কাশ্মীর বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিচারাধীন। সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে দিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর কথা না ভেবে কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে।

এর জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং আকসাই চিনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরও জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানার মধ্যেই পড়ে। বিষয়টি নিয়ে অযথা কংগ্রেস কেন প্রশ্ন করছে। কাশ্মীরের জন্য নিজের জীবনের বলিদান দিতে প্রস্তুত আমরা। জম্মু ও কাশ্মীর বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। ফলে সংসদের অধিকার রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কেউ আমাদের রুখতে পারবে না। যে বিল এবং প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। লাদাখকে পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করানোর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে লাদাখবাসীর এই দাবি ছিল। সেটাই পূরণ করা হয়েছে। লাদাখের মধ্যে আকসাই চিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পার্বত্য পরিষদ নিজের মতো করে কাজ চালিয়ে যাবে। কোনওভাবেই তাদের অধিকার খর্ব করা হবে না। জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা এবং নির্বাচিত সরকার থাকবে। উল্লেখ, করা যেতে পারে রাজ্যসভায় সোমবার ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাশাপাশি ভোটাভুটি পাশ হয় জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯। মঙ্গলবার এই বিষয়ে লোকসভায় আলোচনা হয়। এদিন জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (দ্বিতীয় সংশোধন) ২০১৯ বিল পেশ করা হয়।

কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একযোগ ওয়াকআউট তৃণমূল ও জেডিইউ-র

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : ৩৭০ ধারা নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে লোকসভা থেকে মঙ্গলবার ওয়াকআউট করল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। পাশাপাশি এই বিষয়ে জোট শরিক বিজেপির পাশে না দাঁড়িয়ে ওয়াকআউট করেছে জেডি(ইউ)।

এদিন লোকসভায় পেশ করা হয় কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯। সোমবার রাজ্যসভায় পাশ হয় কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল ২০১৯ এবং ৩৭০ ধারা অবলুপ্তিকে সায় দেয় রাজ্যসভায়। কিন্তু সোমবারের মতো এদিনও কেন্দ্রের কথায় সায় না দিয়ে লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করে জেডি(ইউ) সাংসদেরা।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন কাশ্মীর হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যুদ্ধ জয়ের মতো আচরণ করা উচিত নয়। ৩৭০ কি ভাবে সেই সময় কার্যকর করা হয়েছিল তা নিয়ে ময়নাতদন্তে যেতে চাই না। হয়তো তৎকালীন সময় খুবই কার্যকর পদক্ষেপ ছিল সেই সময়।

এর আগে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই বিলকে সমর্থন করা সম্ভব নয় ঊ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা এই বিলটিকে সমর্থন করতে পারি নাঊ আমরা এই বিলের পক্ষে ভোট দিতেও পারব না ঊ সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং কাশ্মীরিদের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল তাঁদের (কেন্দ্রীয় সরকার)।

ফেসবুকে আছড়ে পড়ছে কাশ্মীর কান্ডের প্রভাব

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : কাশ্মীর কান্ডে উত্তাল গোটা দেশ। ফেসবুকে আছড়ে পড়ছে তার প্রভাব। অবশ্যই পাল্লা অনেক ভারি কেন্দ্রের সমর্থকের। বিভিন্ন রকম পোষ্টে জমজমাট সামাজিক মাধ্যম।

কলেজের প্রাক্তন শিক্ষিকা তথা দুটি নামী সাময়িকীর সম্পাদক রূপা মজুমদার লিখেছেন, "নো মোর স্পেশাল প্রভিশনস। রাইট টু ইকুয়েলিটি। আই সাপোর্ট দি ডিসিসন। ডিসক্লেমার মাই ভিউজ অ্যাজ অ্যান অ্যাপলিটিক্যাল সিটিজেন অফ দি কান্টি।"

প্রতিক্রিয়ায় পার্থসারথী গুহ লিখেছেন, "সহমত দিদি আপনার সঙ্গে। কেন্দ্রীয় সরকারের আজকের সিদ্ধান্ত কুর্নিশযোগ্য"। পীযূষ সরকার লিখেছেন,

"সঠিক সিদ্ধান্ত। সহমত।" অনুপ ঘোষাল লিখেছেন,"এটার দরকার ছিল।" তপন কুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সহমত পোষণ করি।" সুমন্ত বিশ্বাস লিখেছেন, "এক ভারত, এক মিশন। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় মি টু।" রাখী আঢ্য লিখেছেন, "সহমত"।

তাপস প্রামাণিক একটি পোস্টে লিখেছেন, কাশ্মীর নিয়ে বামেদের অবস্থানটা কী, সেটাই বুঝতে পারছি না। বামেরা কি অদৌ কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে?" প্রতিক্রিয়ায় দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "ওরা দালালিই করে। চিন তিব্বত দখলে রেখেছে,পাকিস্তান বালুচিস্তান দখলে রেখেছে।অথচ সেখানকার মানুষ পরিত্রাণ চাইছে। রাস্ট্রপুঞ্জ কি করতে পেরেছে? বামেরা পথে নেমেছিল সেই সময়?" গৌতম পাত্র লিখেছেন, "ওরা কি বলছে তা নিজেরাও জানে না। মহঃ সেলিম সুস্থ আছেন কি না সন্দেহ! ওটা একটা পাগলদের দল।"

দিবাকর রায় পৃথক পোস্টে লিখেছেন, "গঙ্গাধরবাবু দেশকে ১৭টি টুকরো করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শের অনুগামীরা সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতা করবেনই। নিজের সন্তানদের বিদেশে নিরাপদ দূরত্বে রেখে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলার পরামর্শ দেওয়া কমিউনিস্টদের মানুষ চিনে ফেলেছে। তাই আর বিশ্বাস করছে না। কমিউনিস্টদের মুখে কালি লেপে ৩৭০ ধারা বিলোপ দেশকে নতুন পথেই নিয়ে যাবে। সকলের ভাল হবে। এটাই আগামীর দাবি!" বাউল পাপিয়া ঘোষাল লিখেছেন, "সহমত"।

নবাবহাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত তিন পুণ্যার্থী, আহত ১৪

বর্ধমান, ৬ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের ২ নম্বর জাতীয় সড়কের নবাবহাটের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন পুণ্যার্থীর। আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কলকাতার কালীঘাট মন্দিরে দর্শন শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের শাহবাজপুর থেকে এসেছিলেন ওই দর্শনার্থীরা। শ্রাবণ মাসে হুগলির তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালার পর তাঁরা গিয়েছিলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ওমর-মেহবুবাদের খোঁজ না পেয়ে উৎন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স): ওমর-মেহবুবাদের খোঁজ না পেয়ে উৎন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'ফারুখ আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতিদের খোঁজখবর পাচ্ছি না। সরকারের কাছে আর্জি ওঁদের বিচ্ছিন্ন করবেন না। ওঁরা জঙ্গি নন। গণতন্ত্রের স্বার্থে ওঁদের মুক্তি দেওয়া উচিত'।

৩৭০ ধারা বিলোপ করা উচিত কি উচিত নয়, তা নিয়ে সোমবার থেকেই উল্লেখযোগ্য ভাবে নীরব ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে এ ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরব থাকাটাও এক প্রকার নজিরবিহীন ছিল । ভুলে গেলে চলবে না, এমনই নাটকীয় ভাবে নরেন্দ্র মোদী নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিরোধিতার সুর চড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে শেষ পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা পর আজ মঙ্গলবার কলকাতা থেকে চেন্নাই যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে এব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতা শহরে মিছিল করল শিবসেনা

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স): কলকাতা শহরে মিছিল করল শিবসেনা। মঙ্গলবার দুপুর ৩ টে নাগাদ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ডোরিনা ক্রসিং মিছিল করল শিবসেনা। তবে মিছিলের মূল বিষয় হল বিজেপি-তৃণমূলের বিরোধিতা।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, মহারাষ্ট্রে বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার জোট লোকসভা নির্বাচনে সাফল্য পেলেও এরাজ্যে শিবসেনা রাজ্য বিজেপির বন্ধু হতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে শিবসেনার সাধারণ সম্পাদক অশোক সরকার বলেন, 'রাজ্যে বিজেপিকে সমর্থন করি না আমারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করার জায়গায় নেই। আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজেপি বিরোধিতায় থাকবো'।এক সময় রাজ্য বিজেপির অন্যতম পুরানো সদস্য ছিলেন অশোক সরকার। রাজ্য পার্টির সঙ্গে মতবিরোধীতার কারণে দল ছাড়েন তিনি। বলছেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন শিল্পমন্ত্রী ছিলেন তিনি চিত্তরঞ্জন লোকমটিভ তৈরি করেন আজ মোদী-শাহ সরকার তা প্রায় তুলেই দিতে চলেছেন।কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নবান্নে দেখা করে যান। শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে মারা যাওয়ার পর সেনা ভেঙে যায়। রাজ মহারাষ্ট্র নব নির্মাণ সেনা তৈরি করেন। কিন্তু উদ্ধব ঠাকরে পুরানো শিবসেনা আকড়ে থাকেন। মুম্বইতে গিয়ে উদ্ধব ঠাকরে সঙ্গেও দেখা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, তারপর সেনার সঙ্গে বিজেপির ফের জোট হয় লোকসভা নির্বাচনের আগেই। তারপর মমতা আর সেনার প্রতি উৎসাহ দেখান নি।মিছিলে শ্লোগান তোলা হয়, সিবিআই এবং ইডি কেন নিরপেক্ষ কাজ করছে না। সারদা এবং রোজভ্যালি মামলায় কেন কোনও বিজেপি নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না। তাঁদের দাবি, সমস্ত সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করতে হবে। তা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, সরকারি, বেসরকারি বা আধা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালিদের ৮৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা জরুরি। এছাড়া, সরকারি দরপত্র কিংবা ভেন্ডার লাইসেন্স পেতে গেলেও ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বাঙালিদেরই অগ্রাধিকারের দাবিও তোলা হয়েছে। অশোক দাসের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদের কর্মসূচির মিল থাকতে পারে। কিন্তু, তারা কাউকে অনুকরণ করছেন না।

দীর্ঘ বিরতির পর টেলি পর্দায় ফিরলেন মিঠুন চক্রবর্তী

কলকাতা,৬ আগস্ট (হি.স.): ফের রুপোলি পর্দায় আসতে চলেছেন ডিস্কো ড্যান্সার ঊ লম্বা বিরতির পর আবার শুটিং ফ্লোরে ফিরছেন মিঠুন চক্রবর্তী ঊ শুধু ফিরছেনই না প্রধান বিচারক হিসেবে ফিরছেন অভিনেতা ঊ এবার টেলিপর্দায় একটি ডান্স রিয়্যালিটি সোতে প্রধান বিচারকের আসনে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীকেঊ শিশু প্রতিযোগীদের নিয়ে হবে এই ডান্স রিয়্যালিটি শো ঊ পুজোর আগেই সম্প্রচার শুরু হয়ে যাবে এই শো-এর ।শোনা যচ্ছে শুধু মিঠুন চক্রবর্তীই নন, বিচারকের আসনে থাকবেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ঊ আরও বেশ কয়েকজন তারকা।

উল্লেখ্য, পিঠের ব্যথায় অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কার্যত অন্তরালেই চলে গিয়েছিলেন ছবির জগতের এই মেগা স্টার।এখন বেশ কিছুটা সুস্থ হওয়ায় ফের জনসমক্ষে ডিস্কো ড্যান্সার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।